চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister Masala
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ মে ২০২০ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহারাষ্ট্র ফেরত ১৬ জনের দেহে করোনার সন্ধান, এখন রাজ্যের আট জেলাই সংক্রমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। মহারাষ্ট্র ফেরত ত্রিপুরায় ১৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আজ ৯৯৬টি নমুনা পরীক্ষায় ওই ১৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় ১৯১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু, এখন শুধুই বহিঃ রাজ্য থেকে আগত ত্রিপুরার নাগরিকদের দেহে করোনা সংক্রমণের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। সাথে রাজ্যবাসীর বেড়েছে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক। কারণ, ধলাই, গোমতি, খোয়াই, উত্তর ত্রিপুরা, সিপাহিজলা এবং ঊনকোটি জেলার সাথে এখন পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলাও করোনা সংক্রমিতের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের বাড়িতে একান্তবাসে থাকার নিয়ম কঠোরভাবে পালনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

শনিবার রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় জানিয়েছেন, আজ ৯৯৬টি নমুনা পরীক্ষায় ১৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁরা সকলেই মহারাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ১৬ জনের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৬ জন, গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায় ৩ জন করে, দক্ষিণ জেলায় ২ জন এবং খোয়াই ও ধলাই জেলায় এক জন করে বাসিন্দা রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্তের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ১৬ জন করোনা আক্রান্তই সাধারণ নাগরিক। এখন তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন সকলকে চিহ্নিত করতে হবে। আগরতলা রেলস্টেশনে নেমে তাঁরা বেসরকারি গাড়িতে কিংবা নিজস্ব গাড়ি করে বাড়ি ফিরেছেন। ফলে তাঁদের সংস্পৃষ্ট সকলকেই খুঁজে বের করে একান্তবাসে পাঠাবে স্বাস্থ্য দফতর।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, আজ করোনা সংক্রমণে চিকিৎসাধীন ২০ জনকে সুস্থতার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে ১৮ এবং ২ জনকে ছাড়া হয়েছে জিবি হাসপাতাল থেকে। বর্তমানে ১৫৩ জন করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ পর্যন্ত স্ক্রীনিং করা হয়েছে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৫৬ জনকে। নমুনা সংগ্রহ করা হয় ২০১৩৭ জনকে। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮২৭১ জনের। মোট পজিটিভ ছিল ১৭৫ জন। নেগেটিভ ১৮৫৪৬। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৫৩ জন। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৮৭.৪৩ শতাংশ। তিনি জানান, গতকাল ৮৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে সবজনই নেগেটিভ। আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৩৮৯ জনের এবং নমুনা পরীক্ষা চলছে ৮০০ জনের। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৪২ টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার রয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৩৫৯ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ৭৩২৩ জন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ পর্যন্ত মোট ৭ টি ট্রেনে করে বর্হিরাজ্যে আটকে থাকা মোট ৮২৮০ জন রাজ্যে পৌঁছেছে। এদের মধ্যে উত্তর জেলায় নেমেছে ১৩৩৪ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে পঠন পাঠন শুরুর পরিকল্পনা ১৫ জুন থেকে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। আগামী ১লা জুন থেকে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠনের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে ১৫ জুন। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আসার আগে বিদ্যালয়গুলিকে ভালভাবে স্যানিটাইজ করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা, যে সকল শ্রেণীর ফলাফল প্রকাশিত হয়নি সেগুলি প্রকাশ করা, মূলতঃ বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর আগে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান।

তিনি জানান, ৪২৮২টি সরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে মিড-ডে-মিল প্রকল্পে ১১,০১১ জন কুক-কাম হেল্পার কর্মরত আছেন। তাদের সকলকেই হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রতিজনের জন্য বরাদ্দ হবে ২৫০ টাকা। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাবান ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি জানান ২,৫৫৩টি বিদ্যালয়ে পানীয় জলের উৎস রয়েছে। কিন্তু, বিদ্যালয়ে দুটি করে ২৫০ লিটার জলধারণ ক্ষমতার জলের ট্যাঙ্ক দেওয়া হবে। স্যানিটাইজার ও সাবান বাবাদ ৫০ জন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা রয়েছে এমন বিদ্যালয়ে ১৫০০ টাকা, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫১-১৫০ হলে ২৫০০ টাকা, ১৫১ থেকে ২৫০ হলে ৩৫০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিকিমেও অবশেষে থাবা বসিয়েছে করোনা

গ্যাংটক, ২৩ মে (হি. স.)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্যতম পর্যটন সমৃদ্ধ রাজ্য সিকিমেও অবশেষে করোনা থাবা বসিয়েছে। আজ প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। দিল্লি থেকে আগত এক যুবকের কোভিড -১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি দক্ষিণ সিকিমের বাসিন্দা।

শনিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য সচিব ডাঃ পেম্পা টি ভুটিয়া করোনা আক্রান্তের খবর নিশ্চিত করেছেন। ডাঃ ভুটিয়া বলেন, ২৫ বছর বয়সী ওই যুবকের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ (পশ্চিমবঙ্গ) পাঠানো হয়েছিল। তার কোভিড -১৯ পরীক্ষার রিপোর্টটি পজিটিভ এসেছে।

সচিব ভূটিয়ার মতে, ওই যুবক দিল্লির হায়দারপুরে থাকতেন এবং সেখানে কোচিং নিতেন। তিনি ১৭ মে দিল্লি থেকে বাসে শিলিগুড়ি আসেন। সেখান থেকে ১৯ মে তিনি সিকিম সরকারের এসএনটি বাসে চেপে সিকিম পৌছান। ডাঃ ভুটিয়া বলেন, ওই বাসে সিকিমের ১২ জন নাগরিক ছিলেন। সিকিম প্রবেশের সাথে সাথে তাদের সবাইকে একান্তবাসে রাখা হয়েছিল। তাঁরা এখনও সেখানেই রয়েছেন। তিনি বলেন, ২১ মে ওই যুবকের করোনা লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল। তারপরেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত ৬৬৫৪

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.)।। চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে গোটা দেশজুড়ে। কিন্তু ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে করোনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৬৬৫৪। ফলে দেশজুড়ে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫১০১। গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৭২০। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে দেশজুড়ে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৫৭৯।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫১৭৮৪। সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। সেখানে আক্রান্ত ৪৪৫৮২। এর পরেই রয়েছে তামিলনাড়ু যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৭৫৩।গুজরাটে আক্রান্ত ১৩২৬৮, দিল্লিতে ১২৩১৯।

তিনদিন পরে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ খুজে পেল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ মে।। তিনদিন পরে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ খুজেপেলো এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বগাফা মুন্ডা পাড়ার বাসিন্দা সুখচাদ মুন্ডা (২০) গত বৃহস্পতি বার ওর মামার সঙ্গে মদমত্ত অবস্থায় ঝগড়া করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। অনেক খোঁজা খুজির পরও সুখচাদ মুন্ডার কোনোপ্রকার খোঁজ পায়নি ওর বাড়ীর লোকজন। পরবর্তী সময় আজ দুপুর বেলা বাড়ীর পাশ্ববর্তী জঙ্গলে পচঁগলা অবস্থায় সুখচাদ মুন্ডার ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতেপায় এলাকাবাসী। ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজার থানায় জানানোহয়। ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্ক না পরে বের হওয়ায় জরিমানা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ মে।। মহামারী করোনা ভাইরাসের উপর উত্তর জেলায় প্রথমবারের মতো জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের যৌথ সচেতনতামূলক অভিযান। মহামারী করোনা ভাইরাস যখন গোটা বিশ্বের সাথে ভারতবর্ষে থাবা বসিয়েছে আর সেই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকার দেশব্যাপী লকডাউন জারি করেছে।

দফায় দফায় বর্তমানে চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে।যদিও চতুর্থ দফার লকডাউনে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে যান চলাচল ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনেকটা ছাড় দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। তার সাথে সাথে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য অনেকটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাস্ক না পরে রাস্তায় বেরলো জরিমানা দিতে হচ্ছে, চুড়াইবাড়িতে পুলিশের অভিযান জারি। ছবি নিজস্ব।

হাত সফাই করে মুদির দোকান জ্বালিয়ে দিল চোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার রইশাবাড়ি থানা এলাকার নতুননগর বাজারে একটি মুদির দোকানের জিনিসপত্র চুরি করে দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চোরের দল। ঘটনাস্থল টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের নাকের ডগায়। টিএসআর ক্যাম্পের সেন্টি আগুন দেখে ক্যাম্পের অন্যান্য জওয়ানদের বিষয়টি জানান।

তারপর তারা সেখানে ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। দোকানের মালিকের নাম চন্দন সাহা। তার বাড়ি গন্ডাছড়া এলাকায়। তিনি সেদিন বাড়িতে গিয়েছিলেন। দোকান থেকে বাড়ির দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

ভারত-চীন সীমান্তে উত্তেজনা, সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনায় লাদাখে সেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.)।। ভারত ও চীনের নিয়ন্ত্রণ রেখায় গত মাসে চীনা সেনা-দের সাথে ভারতীয় সেনা-র বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে, ভারত ও চীন উভয় রাষ্ট্র অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে। সীমান্তে উত্তেজনা দেখে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এম এম নারওয়ান অত্যন্ত গোপনীয় সফরে লাদাখে পৌঁছে নিয়ন্ত্রণ রেখায় সুরক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেছেন।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারওয়ান ভারত ও চীনের মধ্যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (এলওসি) সংবেদনশীল এলাকায় সুরক্ষা পর্যালোচনার জন্য লাদাখের যে-তে অবস্থিত ১৪ কর্পস সদর দফতর পরিদর্শন করেছেন। লাদাখ সীমান্তে এই গোপনীয় সফরকে ভারত ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ পরবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ বিদেশ মন্ত্রক একদিন আগেই বিবৃতিতে বলেছে, সমস্ত ভারতীয় গতিবিধি হচ্ছে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ রেখায় অর্থাৎ ভারতীয় অঞ্চলে। এক্ষেত্রে চীনের দাবি সঠিক নয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রেখা সম্পর্কে পুরো জ্ঞান রয়েছে এবং তা পুরোপুরি অনুসরণ করা হচ্ছে। বাস্তবে, চীন থেকেই সাম্প্রতিক গতিবিধির কারণে ভারতীয় সেনার নিয়মিত টহল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

চীন মূলত অভিযোগ করেছে, ভারতীয় সেনা সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এবং লাদাখ এবং সিকিম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়েছিল। চীনা সেনাবাহিনী ভারতীয় সীমান্তে টহলদারি-তে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অভিযোগ করেছেন। তবে এই ঘটনার পরে ভারত ও চীন সীমান্তে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভারত সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য তাঁবু স্থাপন করে গালওয়ান উপত্যকায় অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করেছে সেনাবাহিনী।

তবে এর আগে সেনাপ্রধান নারওয়ানে বলেছেন, উত্তর সিকিম এবং পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে এই ঘটনাগুলির অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। ওই ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভালভাবে বর্ণিত না হওয়ায় অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, আগামীদিনেও ঘটবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, বাস্তবে ভারতীয় ও চীনা সেনারা প্রতিদিন খুব সাধারণ পদ্ধতিতে ১০ টি ভিন্ন স্থানে মিলিত হন। দু''দেশের সৈন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কেবল সময়ে সময়ে এক বা দুটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে ফের পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। ত্রিপুরা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে পাঠানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ধলাই জেলার আমবাসা থেকে একটি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন বিহারের উদ্দেশে শ্রমিকদের নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে। খোয়াই জেলা এবং ধলাই জেলার শ্রমিকদের নিয়ে এই ট্রেনটি বিহার যাচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে ৮ শতাধিক শ্রমিক ত্রিপুরা থাকে তাদের নিজ রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন বিহারে যাওয়ার উদ্দেশে শনিবার সকাল থেকেই আমবাসা রেলস্টেশনে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়। খোয়াই জেলা থেকে শ্রমিকদের গাড়িতে করে আমবাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শ্রমিকদের স্ক্রিনিং করা সহ যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে প্রত্যেককে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক শ্রমিককে শুকনো খাবার, জল সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বেও ত্রিপুরা থেকে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন শ্রমিকদের নিয়ে বহিঃরাজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। ত্রিপুরা প্রশাসন জানিয়েছে, এখনও রাজ্যে যারা অবস্থান করছেন তাদের নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ট্রেনের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আটকে পড়া শ্রমিকদের ফিরিয়ে নেওয়া এবং বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য যাবতীয় খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করছে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে এই খরচ জোগানো হচ্ছে।

আজ শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে করে যাঁরা ত্রিপুরা থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তাদের বক্তব্য, ত্রিপুরায় অবস্থানকালে ভালোভাবেই দিন কাটিয়েছে। ত্রিপুরা প্রশাসন তাদের জন্য খাবার এবং অর্থের যোগান সহ যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এজন্য তারা ত্রিপুরা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

যুবককে পিটিয়ে জখম করে খোয়াইয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ফেলে দিল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। খোয়াই এর চাম্পাহাউর থানা এলাকার বাচাইবাড়ি চামু বস্তি এলাকার এক যুবককে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে। তাকে মারধোর করে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাতে যুবকটি গুরুতরভাবে আহত হয়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত যুবকের নাম রুনু দেব।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার ওই যুবক রাস্তা দিয়ে বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিল। চামুবস্তি বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে ওই যুবককে আটক করে বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফের জওয়ানরা তাকে নাকি দাঁড়ানোর জন্য ডাক দিয়েছিল, সে কথা ওই যুবক শুনতে পায়নি। সে কারণেই তাকে আটক করে বেধড়ক মারধর করে কাঁটাতারের বেড়ার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বিএসএফের জওয়ানরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্ত বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এব্যাপারে চাম্পাহাউর থানায় বিএসএফের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা যায় চামুবস্তি বাচাই বাড়ি এলাকায় বিএসএফের ১৯১ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে। এই ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা এলাকায় দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় অপরাধপ্রবণতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারি জনগণ রাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে খাবার সরবরাহ না করায় আবাসিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। ধলাই জেলার আমবাসা পলিটেকনিক্যাল কলেজে অবস্থানরত বহি রাজ্য থেকে আসা ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা বেঙ্গালুরু থেকে রাজ্যে এসেছেন। ট্রেনে করে আসা এসব যাত্রীদের আমবাসা পলিটেকনিক্যাল কলেজে রাখা হয়েছে। এখানেই তাদের যাবতীয় পরীক্ষা নিরিক্ষার পর বাড়ি করে পাঠানো হবে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো তাদেরকে আমবাসা পলিটেকনিক কলেজে রাখা হলেও গতকাল রাতে তাদের জন্য কোন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ক্ষুধার জ্বালায় তাদের মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। রাতে কোন ধরনের খাবার সরবরাহ না করায় সকাল থেকেই ওইসব মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রশাসনের ভূমিকায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে আমবাসা পলিটেকনিকেল কলেজ চত্বর।

পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

আমাবাসা পলিটেকনিক্যাল কলেজে অবস্থানরত বহির রাজ্য থেকে আসা ত্রিপুরার নাগরিকদের অভিযোগ তাদেরকে সেখানে রাখা হলেও কোনো ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ক্ষুধার জ্বালায় তারা ছটফট করছে। প্রশাসনিক উদাসীনতায় তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শনিবার সকালে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোয়ারান্টিনে রাখা প্রত্যেকের খাবারের ব্যবস্থা করার দায়দায়িত্ব প্রশাসনের। অথচ আমবাসা পলিটেকনিক্যাল কলেজে যাদেরকে রাখা হয়েছে তাদের জন্য কোন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হলো না কেন সেই উত্তর কারো কাছ থেকে মিলছে না। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে। অবশ্য শনিবার তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের ব্যবস্থা করে প্রশাসন। তারপর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

এক্ষত্রে কোয়ারেন্টাইনে নতুন করে যাদের রাখা হচ্ছে তাদের পরিবারের লোকজনও রীতিমতো শঙ্কিত। একদিকে, বহিঃরাজ্য থেকে ফেরত এসেছে, বাড়িঘরে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এই চৌদ্দদিনে তাদের খাবারের সুব্যবস্থা করার একান্তপ্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত শ্রমিক ও ফেরিওয়ালারা আটকে পড়েছেন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিক এবং ফেরিওয়ালা লকডাউনে আটকে পড়েছেন ত্রিপুরায়। তাঁরা চরম দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। তাই, বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারের সাহায্য চেয়েছেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সহায়তা চেয়েও কোনও সাড়া পাচ্ছেন না তাঁরা।

শনিবার জনৈক ফেরিওয়ালা বলেন, ব্যবসার জন্য ত্রিপুরায় এসেছিলাম। কিন্তু, লকডাউনের জেরে বাড়ি ফিরতে পারছি না। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পোর্টালে বার বার যোগাযোগ করেও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি না। তাতে তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার আমাদের খাবারের সংস্থান করে দিয়েছে। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তেমন কোনও ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি।

ওই সকল পরিযায়ী শ্রমিক এবং ফেরিওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। যে কোনও মূল্যে তাদেরকে বাড়ি ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কাতর আর্জি জানিয়েছেন তারা।

জনৈক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, আমফান-এ তাদের প্রত্যেকের বাড়িঘর ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পরিবারের লোকজনরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। এই অসহায় অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের সাথে তারা ঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারছেন না। ফলে, চিন্তায় রাতের ঘুম উবে গেছে।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ২২০ ■ ২৪ মে ২০২০ ইং ■ ১০ জ্যৈষ্ঠ ■ রবিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নৌপথ ও জাহাজের স্বপ্ন

নদীপথে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা নহে। তবে জাহাজ চলাচলের এবং ভারত-বাংলা চুক্তির বিষয়ে অভিনবত্ব আছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরার গোমতী নদীতে জাহাজ চলাচলের স্বপ্ন পূরণ হইতে চলিয়াছে। দুই দেশের মধ্যে সড়ক পথের পাশাপাশি ২০১৮ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরা হইতে বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের আগরতলা রেলস্টেশন হইতে বাংলাদেশের আখাউড়া স্টেশন পর্য্যন্ত ১৫ কিমি রেলপথ নির্মাণের কাজ চলিতেছে। দুই দেশের মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন হইল নদী পথে নৌ পরিবহনের উদ্যোগ। স্থির হইয়াছে বাংলাদেশের আশুগঞ্জের মেঘনা নদী দিয়া ত্রিপুরার গোমতী নদী হইয়া সিপাহীজলার শ্রীমন্তপুর পর্য্যন্ত প্রাথমিক পর্য্যায়ে ছোট আকারের জাহাজ চালানো হইবে। এজন্য গোমতী নদীতে নাব্যতা বাড়াইতে হইবে। পলি অপসারণ করিতে হইবে। উল্লেখ করা যাইতে পারে বাংলাদেশের আশুগঞ্জ বন্দর হইতে নদী পথে ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুরের দুরত্ব ৩৫ কিঃমিঃ। নদীপথ নিয়া দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে কয়েকদিন আগেই। ত্রিপুরার নদীতে জাহাজ চলিবে তাহা বিস্ময়ই আনিয়া দেয়। রাজন্য আমলে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নদী নির্ভর। এইসব নদীর আয়তন তেমন ছিল না। ফলে প্রতিমুহুর্তেই নদীর গভীরতা থাকিত। ফলে, ছোট নৌকা চলাচল করিত সেই নদী পথেই। রাজন্য আমলে এক মহকুমা হইতে অন্য মহকুমা যাইতে আভ্যন্তরীণ সড়ক পথ ছিল না বলা চলে। রাজ্যে বেশীর ভাগ মহকুমাই বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। মহারাজ বা তৎকালীন প্রশাসনিক কর্তারা বাংলাদেশ (পূর্বতন পাকিস্তান) দিয়া রাজ্যের মহকুমাগুলি পরিদর্শন করিতেন। কিন্তু, সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু বদলায়। এখন তো রাজ্যে সড়ক যোগাযোগে অনেক উন্নত হইয়াছে। আজ ত্রিপুরার মানুষ ছোট জাহাজের স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক দলিল অনুযায়ী রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ ছিল। ত্রিপুরার গোমতী নদীতে যোগাযোগ স্থাপনে ছোট জাহাজ চলাচলের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হইয়াছে। এই বিষয়ে যাহাদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে তাহাদের ধন্যবাদ জানাইবে বিজেপি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভূমিকা নিয়া মোদি ভক্তরা রাস্তায় সগৌরবে চলিতে পারেন। ত্রিপুরার যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন নতুন সংযোজন নৌপথ। আমরা আশা করিতে পারি, এই নৌপথ ত্রিপুরার যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাসের আলোক বর্তিকা আনিয়া দিতে পারে।

২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১২৭, মৃত্যু ৪জনের : স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ২৩মে (হি. স.): গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২৭জন। তবে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম। গত ২৪ঘন্টায় ৪জনের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় বাড়ি গিয়েছেন ৬০জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৯০৯। শনিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৫৯ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১২৮১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯৭জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। রাজ্যে ৩৭.০৩ শতাংশ সুস্থ হওয়ার হার।

এদিন বুলেটিনে আরো জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১ লাখ ২৯হাজার ৬০৮টি। এখন রাজ্যে ৩৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ১৫হাজার ১৯৩জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৩৮হাজার ৮৯জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ১লাখ ২হাজার ২৬৮জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৭৪হাজার ৮৮জনের।

গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৪৩টি নতুন কেস। এই পর্যন্ত এরমধ্যে কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ১৬১৫টি কেস। তাদের মধ্যে আরও ৩২জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইতিমধ্যে মোট ৬০৮জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১২৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। কো-মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮২৯জন। বাকি মৃত দুজন হাওড়ার বাসিন্দা।

আমফান বিক্ষোভে কতটা মানা হচ্ছে করোনা স্বাস্থ্যবিধি, উঠছে প্রশ্ন

কলকাতা, ২৩মে (হি. স.): সুপার সাইক্লোন আমফান আছড়ে পড়ার পর কেটে গেছে ৭২ঘন্টা। তার পরেও স্বাভাবিক হলো না শহর কলকাতা। উত্তর কলকাতার অবস্থা সামান্য স্বস্তিজনক হলেও দক্ষিণ কলকাতার অধিকাংশ এলাকাতেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। জায়গায় জায়গায় পড়ে রয়েছে ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ। বিদ্যুৎ না থাকায় চরম সংকট পানীয় জলের। মোটের ওপর ৭২ঘন্টা পরেও ঘূর্ণিঝড়ের ফলে তৈরি হওয়া ক্ষতচিহ্ন সম্পূর্ণ প্রলেপ লাগাতে পারেনি কলকাতা পুরসভা। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরলস কাজ করে চলেছেন পুরকর্মীরা।

এদিকে পরিস্থিতি চাপে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার চিন্তাভাবনা সরে গেছে সাধারণ মানুষের মন থেকে! আর এখানেই অশনিসংকেত দেখছেন বিশেষজ্ঞমহল। ঘূর্ণিঝড় আমফান এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা বাংলা। এইরকম বিধ্বংসী ঝড়ের সম্মুখীন আগে কখনো হতে হয়নি পশ্চিমবাংলাকে এমনটাই মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। এদিকে প্রবল ঝড়ে শহরে প্রায় চার হাজার গাছ উপরে পড়েছে। একাধিক রাস্তায় গাছের ডাল পড়ে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বহু এলাকায়।

শনিবার দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জল না পেয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন সাধারন মানুষ। কসবার সাপুইপাড়া, বেহালার বকুলতলা, বৈষ্ণবঘাটা, টেগর পার্ক, গড়িয়া, কামালগাছি, ই এম বাইপাস লাগোয়া এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের কথায়, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও পানীয় জলের সংকুলান হয়নি। যার দরুন পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের দাবি , দক্ষিণ কলকাতায় শতাধিক পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। এদিকে মমিনপুর এবং বেহালার বেশ কিছু অঞ্চলে জল জমা সমস্যা নিয়েও ক্ষোভ দেখা গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পুরকর্তৃপক্ষের দাবি, এইরকম বিধ্বংসী ঝড় এর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি বঙ্গ। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে কিছুটা সময় লাগছে। কিন্তু দিনরাত কাজ করছে পুর কর্মীরা। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ কাটার কাজ পুরদমে চলছে কাজ,জানিয়েছেন প্রশাসক বোর্ডের অন্যতম সদস্য দেবাসিশ কুমার।

এ বিষয়ে রাজ্যের মানুষকে ধৈর্যশীল হতে বলেন সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের হাতে কোনও যাদু দণ্ড নেই যে এক নিমেষে সব ঠিক করে দেবে। সবাইকে ধৈর্য্য রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে তা প্রশংনীয়।'

কারা ছড়িয়ে চলেছে করোনার বিষ

আর কে সিনহা

কখনও কখনও মন খারাপ হয়ে যায় যে সরকারের লক্ষ চেষ্টার পরেও কিছু ধূর্ত লোক নির্লজ্জভাবে করোনা নির্দেশিকা উপেক্ষা করে চলেছে। এরা শুধরবে না। এদের অবহেলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।স্পষ্টতই, এই লোকদের কারণেই করোনা-কে পরাজিত করার জন্য ভারত যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করাকে সমানে অবজ্ঞা করে চলেছে। মুখে মাস্ক পরাকে তারা গর্বের বিরুদ্ধে বলে মনে করেছে।অবশ্যই এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে করোনার বিস্তার প্রতিরোধের জন্য ঘোষিত সমস্ত ব্যবস্থা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে বলেছে।দিল্লির জামা মসজিদে সরকারী নির্দেশিকাগুলি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বিদায় জুমাকে রমজান মাসের জুমা তুল বিদাও বলা হয়। কারণ, এর পরে কেবল ঈদ উল ফিতর আসে। যা ইসলামে সুখের উৎসব। এবার করোনার কারণে রমজান মাস ম্লান হয়ে গেছে।মুসলমানরা ঘরে বসে ইবাদাত, রোজা, নামাজ, তারাবীহ পাঠ করত। কারণ, লকডাউনের কারণে মসজিদগুলি বন্ধ ছিল।মসজিদে মসজিদোম ও মুহাজ্জিন প্রমুখ মাত্র পাঁচ জন নামাজ পড়তে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে, বাইরের কোনও ব্যক্তিকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। এটি প্রায় সমস্ত মসজিদে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং মসজিদের দরজা বহিরাগতদের জন্য বন্ধ ছিল। তবে শুক্রবার, জুমা তুলা বিদা উপলক্ষে দিল্লির জামা মসজিদে অর্ধশতাধিক লোক নামাজ পাঠ করছিলেন। এতে কর্মচারীদের পাশাপাশি বহিরাগত লোক এবং শিশু ছিল। এই সব ইমাম আহমদ বুখারীর উপস্থিতিতে ঘটেছিল। অর্থাৎ, এরা নিজেরাই প্রকাশ্য আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী। আমাকে রাজধানীর বিখ্যাত আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ জনাব মাসরুর আহমদ সিদ্দিকী বলেছিলেন যে ইমাম সাহেব লকডাউনের বিধি অনুসরণ করেননি, তিনিও ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এবং জামা মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় প্রতিটি সাধারণ নামাজীর অধিকার লঙ্ঘন করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম আহমদ বুখারী কি আইনের উর্ধ্বে? জামা মসজিদ কে কি তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছেন? যাকে ইচ্ছে ডাকবেন যাকে ইচ্ছে ডাকবেন না? আইন লঙ্ঘনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ইমাম সাহেবের এই আচরণ সম্পর্কে অবশ্যই দিল্লি পুলিশ সচেতন হবে। এখন দেখার বিষয় তার বিরুদ্ধে কখন এবং কি ভাবে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

সারা দেশে বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা লঙ্ঘনের নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। এটি একটি গুরুতর বিষয়।এটি বন্ধ করা উচিত। আমরা সকলেই দেখছি যে মদের দোকানে সামাজিক দূরত্বের যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। ছোট-বড় প্রতিটি শহরে মানুষ একে অপরের সাথে মদ কিনতে ভিড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই মদের দোকানগুলির সামনে গ্রাহকদের ভিড়ের মধ্যে এক মিটার দৈহিক দূরত্ব নেই। এখন পুলিশ এই লোকদের আর কত বোঝাবে। লকডাউনটিতে ছাড় পাওয়ার সাথে সাথে মদ দোকানগুলি খোলা হয়েছে। প্রশাসন বলছে মদ বিক্রি করে রাজস্ব আসবে তা দিয়ে সরকার চলবে. আসন্ন সময়ে অফিস এবং বাজার খোলা হবে. সুতরাং, এটা বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ যে করোনা প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তা গ্রহণ করতে যারা

প্রস্তুত নয় তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে যদি কেউ গাফিলতি করে থাকেন তবে তাদের অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া উচিত। নৈশ কার্ফু কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা গুলি সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করবে এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করবে।

এদিকে, লকডাউন সময়কালে ভাল কাজ হয়েছে যে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে। এর ফলস্বরূপ, প্রায় ৫০ হাজার করোনা রোগীর চিকিতা করা হয়েছে, যার কারণে দেশের রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৪০.৩২ শতাংশে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাড়ে ছয় লক্ষ করোনা কেয়ার সেন্টার পাশাপাশি ৩০২৭ জন নিবেদিত কোভিড হাসপাতাল এবং কোভিড স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি কাজ করছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ২.৮১ লক্ষ আইসোলেশন শয্যা, ৩১ হাজারেরও বেশি আইসিইউ বেড এবং ১১ টি অক্সিজেন সমর্থিত বিছানা সহ করোনা হাসপাতাল এবং করোনা স্বাস্থ্য কেন্দ্র দিনরাত কাজ করছে। অর্থাৎ, করোনাকে হারানোর কোনও সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। এর থেকে সাফল্যও পাওয় যাবে।একইভাবে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের (ডিএসটি) অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান জওহরলাল নেহেরু অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার থেকে গবেষকদের একটি দল করোনা র জন্য অনুসন্ধান মূলক ভবিষ্যত মডেল তৈরি করেছে। যদি গোটা দেশ করোনার থেকে বাঁচতে শুরু করে তবে আমরা এর থেকে মুক্তি পাবো। হ্যাঁ, করোনা নির্মূল তখনই হবে যখন এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে। তবে দেশের ইমাম বুখারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের দায়িত্বহীনতার কারণে করোনার রোগী দেশে বাড়তে পারে। তারা কী ভুলে গিয়েছিল যে তবলিগী জামায়াতের নেতা মওলানা সাদের জন্য দ্রুত করোনা প্রথম দিকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হিদুস্থান সমাচার (লেখক বর্ষীয়ান সম্পাদক ও রাজ্যসভায় প্রাক্তন সাংসদ)

লোক না ঠকিয়ে, লোকর জন্য কাজ করা হোক

সুনীল মুখোপাধ্যায়

আমরা এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। মানুষ জানে না, কবে করোনায় আক্রান্ত হবে বা করোনা মহামারি থেকে মুক্তি পাবে। লকডাউনের পরিণতিতে অর্থনীতি চলেছে ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে। প্রায় দু'মাস ধরে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ। ছোট কলকারখানার শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছে না। মুটে, রিকশাওয়ালা, অটোওয়ালা, দর্জি, সেলুনওয়ালা—এককথায়, সমস্ত ধরনের খেটেখাওয়া মানুষের আয় বন্দ। পকেটে পয়সা নেই। তাই চাল,ডাল কেনার ক্ষমতাই নেই, তো তেল চিনি নুন ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য কিনবে কোথা থেকে? আমাদের রাজ্য সরকার তুব রেশনে পর্যাপ্ত চাল,ডাল দিচ্ছে, কিন্তু কেন্দ্রের সরকার গরিব মানুষদের ব্যাপারে অশ্চার্যরকমের উদাসীন। তার কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে, তারা বুঝে উঠতেই পারছে না, এহেন পরিস্থিতিতে কী কী করা উচিত।

আমাদের দেশের শেয়ার বাজার ধুঁকছে। লগ্নিকারীদের একটা বড় অংশই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেশের ও অর্থনীতির একমাত্র পরিত্রাতা বলে মনে করতেন, হয়ত এখনও করেন। তবে সেই ভরসা যে কিছুটা টলেছে, তা বোঝা যায় বেশি-বিদেশি লগ্নিকারীরা এখন আর ভারতের বাজারে লগ্নি করতে ভরসা করছে না। উল্টে, বিদেশি লগ্নিকারীরা গত মার্চ মাস থেকে আজ পর্যন্ত দেড় লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি আমাদের শেয়ার ও বন্ড-এর বাজার থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। শুধু এই মার্চেই তুলে নিয়েছিল প্রায় ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এই ঘটনা প্রমাণ করে ভারতের অর্থনীতির উপর বিদেশি লগ্নিকারীদের ভরসা কতটা টলে গিয়েছে। সরকার বিলগ্নিকরণ করে চলতি আর্থিক বছরে ২.১ লক্ষ কোটি টাকা তুলবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু শেয়ার বাজারের বর্তমান হাল দেখে অনুমান করা যেতে পারে 'সে গুড়ে বালি'। পরিযায়ী মেহনতি মানুষদের অবস্থা খুবই করুণ। তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজের খোঁজে বড় মাঝারি শহরগুলিতে গিয়েছিল একটু বেশি রোজগার করে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার, বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে পরিজনদের একটু ভালো খাইয়ে পরিয়ে রাখার আশায়। কাজ না থাকলে এদের যে বাধা হয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে এই সহজ কথাটা আমাদের কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকদের মাথাই ছিল না। যদি তাকত, তাহলে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথায় মোট, কাঁধে সন্তানদের নিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে নিরন্ন, নিরম্বু অবস্থায় শত শত কিলোমিটার পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেত হত না। অনেকে বেঁচে ফিরতে পারেনি। অন্তত দেড়শ জন তো খালি দুর্ঘটাতেই মারা গিয়েছে। আসলে, মোদিবাবুরা গরিব মানুষদের ভোটে পেয়ে গদিতে বসতে চান। কিন্তু এদের কথা ভাবার জন্য যে হৃদয়, মমতা লাগে, ওনাদের তা আছে বলে মনে হয় না। যদি থাকত তাহলে ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের মস্করা করতেই পারতেন না থাকলে, এই প্যাকেজে কাজ হারানো এই কয়েক কোটি মানুষের জন্য নগদ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা থাকত।

বাড়িতে ফিরতে পারলেও এই পরিযায়ী শ্রমিকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা দরকার। তারা করোনায় আক্রান্ত কিনা তা নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। আশার কথা, নিশ্চিন্ত হওয়া দাকর। আশার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় সব ব্লক স্তরের হাসপাতালগুলিতে পর্যন্ত করোনা আক্রান্তদের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। কিন্তু বেশিরভাগ রাজ্যে এখনও তা করে ওঠা সম্ভব হয়নি। আবার ঘর ফেরতদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা হয়ত চাষের কাজে লেগে যেতে পারবে। কিন্তু যাদে জমিজমা নেই, তাদের কী হবে? মন্দের ভালো, যে একশো দিনের কাজের প্রকল্পকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এসময় টাকা জলে যাওয়ার কল বলে মনে করত এবং এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বছরের পর বছর কমিয়ে যাচ্ছিল, এখন সেই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৪০,০০০ কোটি টাকা বাড়াতে রাজি হয়েছে। মোদি সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সেই পুরনো প্রবাদটাই খুব বেশি চালু, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তবে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের রেকর্ড বিবেচনা করলে আশা করা যায় যে, শেষ পর্যন্ত টাকা পেলে সেই টাকা জলে যাবে না। সমস্যাটা হল, রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের পুরনো পাওনাই এখন পর্যন্ত কেন্দ্রে কাছ থেকে পায়নি।

চলতি আর্থক বছরে কেন্দ্রে আর্থিক হাল আরও খারাপ। সরকার ভেবেছিল, চলতি আর্থিক বছরে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ১০ শতাংশ বেড়ে ২২৪.৯৮ লক্ষ কোটি টাকা হবে। ক আদায় বাড়বে ১২ শতাংশ । কেন্দ্র ঠিক করেছিল এ বছর খরচ করতে মোট ৩০,৪২,২৩০ কোটি টাকা। কর বাবদ আয়ে যে ঘাটতিটা হবে তা মেটানো হবে ৭,৯৬,৩৭৭ কোটি টাকা ধার করে। কিন্তু এখন, সমালোচকদের কথা না হয় বাদই দেওয়া হল সরকারের কোনও মহলই বিশ্বাস করে না যে ওইসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আদৌ সম্ভব হবে। তাই এই ৮ মে সরকার ঠিক করেছে আরও ৪২০,০০ কোটি টাকা ধার করবে। অর্থাৎ এতদিন সরকার খরচ কমিয়ে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপি-র ১৩.৫ শতাংশ রেখে দেবার জন্য যে জেদ ধরেছিল, তা বেড়ে ৫.৩ শতাংশ হবে।

মোদিজি দাবি করেছেন, উনি করোনা মহামারি ও লকডাইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও অর্থনৈতিক বাঁচাতে আমাদের জিডিপির ১০ শতাংশ অর্থ আর্থিক অনুদান দেবেন। কিন্তু অনেকেই মনে করছেন প্রকৃত আর্থিক অনুদানের পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপির কমবেশি এক শতাংশ। আর তা দিয়ে বর্তমান দুর্যোগের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। সরাকার যতটা গর্জাচ্ছে, ততটা বর্ষাচ্ছে না। যেসব রিলিফ ঘোষণা করা হয়েছে তার বেশিরভাগাটাই হয় চলতি বছরের বাজেটের অংশ না, হয় ধার। অনুদান খুবই সামান্য। ন্যাশনল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ (এনসিএইআর) গত ১৬ মে বলেছে, পর্যাপ্ত অনুদানের ব্যবস্থা না থাকায় চলিত আর্থিক বছরে আমাদের অর্থনীতি বাড়বে তো নাই বরং ১২.৫ শতাংশ সংকুচিত হবে। আর আন্তর্জাতিক লগ্নিসংস্থা গোল্ডম্যান সাচস ওদিনই বলেছে আমাদের জিডিপি কমবে ৫ শতাংশ। অথচ এই সংস্থাটি এপ্রিল মাসে বলেছিল, জিডিপি কমবে ০.৪ শতাংশ। এইসিএই আর বলেছে, কেন্দ্র রাজ্য মিলিয়ে সরকারি খরচ জিডিপির আরও ৩ শতাংশ বাড়তে না পারলে আর্থিক বৃদ্ধি-হার চলতি আর্থিক বছরে শূন্যের উপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

সমালোচকরা বলছেন সরকারের ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজে অনেক গোঁজামিল আছে। ভর্তুকি ও নগদ অনুদানের পরিমাণ আসলে মাত্র ৩.২২ লক্ষ কোটি টাকা । বাকিটা ধার ও বাজারে টাকার জোগানের ব্যবস্থা। আবার এই ৩.২২ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে অন্য অনেক পুরনো ঘোষণা ও কর্মসূচিতও আছে। খুব মোলায়েম করে বললে বলতে হয় লোককে বোকা বানানো হচ্ছে। সরকার ছোট মাঝারি শিল্পকে, কৃষক ও অন্যানদের যে টাকা দিচ্ছে, তা আসলে ঋণ। তা সুদে আসলে ফেরত দিতে হবে। আর এই ঋণ সরকার দিচ্ছে না। দিচ্ছে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কগুলি অনাযায়ী ঋণের বোঝায় এমনিতেই ধুকছে। বাড়িত এই বোঝা তাদের গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াবে। আর যারা ঋণ শোধ করছে না, তাদের মধ্যে নীরব মোদি, মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়ার মতো রাঘববোয়ালরাও আছে। যারা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে, বা পালাতে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হল বাজারে যদি পণ্যের চাহিদা না থাকে তাহলে ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিরা ঋণ নেবেন কেন? শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়তে হলে তো মানুষের কেনার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। কোটি কোটি লোকেরযদি কাজ না থাকে, আর তাই হাতে নগদ টাকা না থাকে, তাহলেতারা খাবার বা দৈনন্দিন প্রয়োজনে শিল্পজাত পণ্য কিনাবে কীভাবে? ছোট ও মাঝারি শিল্পপতিরা বলেছেন কেন্দ্রে কাছে তাদের বকেয়া পাওনার পরিমাণ সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকাটা পেলেই তো তাদের অনেক সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু ওই বিভাগের জনৈক বাবু বলেছেন, না অত টাকা বাকি নেই। বাকির পরিমাণ মেরেকেটে দশ হাজার কোটি টাকা। কে সত্যি কতা বলছেন, ঈশ্বর জানেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে টাকার জোগান বাড়ানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এর পরিমাণ ৫,২৪,০০০ কোটি টাকা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে মজা রেখেছে, ৪,১৪,০০০ কোটি টাকা। উভয়ই চলতি বছরের ২৭ মার্চ থেকে আদ পর্যন্ত হিসাব। এসবই বাজারে টাকার জোগান বাড়ানোর ব্যবস্থা। অনুদান নয়। কিন্তু সরকার যদি এই বাড়তি জোগানকে ঋণ ও সুদে ভরতুকি হিসেবে দেয় কিংবা ঋণ মকুব করে দেয় তাহলেই তাকে ফিস্কার স্টিমুলাস বা আর্থিক প্রণোদনা বলে ধরা যায়। কেন্দ্র কিন্তু এব্যাপারে মুখ কুলুপ এঁটে বসে আছে। কেন? আমরা অনুমান করতে পারে মাত্র।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

খেতে না পাওয়ার থেকেও কি লকডাউন বড় ?

শোভনলাল চক্রবর্তী

জুভেন্টাস ফুটবল দল মেনে পড়লো অনুশীলনে, চলুন আমরাও নেমে পড়ি। যে যা কাজ করি তার অনুশীলনে। লকডাউনের সামাজিক দূরত্বের মাসুল গুড়ে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের বিষবৃক্ষ বপন করে, অর্থনীতিকে পঙ্গু করে, অকাল দুর্ভিক্ষ ডেকে এনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে বলতে পারনে? অস্ট্রিয়া, ইতালি, জার্মানি সহ বহু দেশ লকডাউন তুলে নিচ্ছে। এটা একন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে করোনা নিয়ন্ত্রণে কাঁঠালের বিচির গুঁড়ো বা আর্নিকা-৩০ সেবন যতটা ফলপ্রদ, লকডাউনও ঠিক ততটাই। করোনা নিরাময়ে ২০ হাজার যৌগ আর ১৩৩ রকম চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সব পদ্ধতিতেই দেখা যাচ্ছে যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জেরে রোগী মারা যাচ্ছেন। এন্টিবডির হদিস পেতে বায়োসেফটি লেভেল-টু ল্যাবে এলাইজা পদ্ধতি একমাত্র হু অনুমোদিত। শুধু যে এন্টিবডির হদিস মিললেই চলবে তা কিন্তু নয়। বায়োসেফটি লেভেল-থ্রি ল্যাবে করতে হবে আরেকটি পরীক্ষা এবং সেটি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে, রক্তের নমুনাকে মাইনাস ৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ড্রাই আইসে সংরক্ষণ করে। এত ঝক্কির পর যদিবা এন্টিবডির হদিস মিলছে, কিন্তু ইমিউনিটির নো পাত্তা। ভ্যাকসিনের আগমন এই মুহূর্তে তাই প্রায় একটি মহাজাগতিক ঘটনা। সুতরাং, যখন নেই কোনও আশার আলো, তখন লকডাউনে লাভ কি? লকডাউনের সবথেকে জোরালো সমর্থক, জার্মানির 'দি ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি'র অধিকর্তা, সার্স ভাইরাসের আবিষ্কারক, ক্রিশিয়ান ড্রস্টেন তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলছেন, করোনা সুনামির একটা ঢেউ রয়েছে আড়ালে। মেযন ইবোলা ১৯৭৬-এ প্রথম চুপিচুপি ঢুকলেও ২০১৪য়-এ সে হয়ে উঠল সাংঘাতিক। জার্মানিতে লকডাউনের জন্মদাতা ড্রস্টেনকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সঙ্গে পুলিশ নিয়ে ঘুরতে হত। কি ব্যাপার ? না তিন অভুক্ত ছেলেমেয়ের বাবা, একজন জার্মানি শ্রমিক, ড্রস্টেনকে অভিযুক্ত করে বললেন যে তাঁর কারণেই আজ খেতে পাচ্ছে না ওই তিন শিশু। ড্রস্টেন অপারধ বোদেণ গ্লানিতে কাটিয়েছেন বহু বিনিদ্র রজনী। (আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এই ধরণের অপরাধবোধ অনুপস্থিত) রাস্তাঘাটে তাঁর ওপর হামল াহতে পারে এই ভয়ে পাশে রেখেছেন পুলিশকে। শেযে আজ নেই সোচ্চার হয়েছেন লকডাউনের বিরুদ্ধে। স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, মানুষের খেতে না পাওয়ার থেকে কখনই বড় হতে পারেনা লকডাউন। লকডাউন নয়, প্রয়োজন ভিন্ন ভাবে বাঁচা শুরু করা। অসংখ্য ভাইরাস -ব্যাকটেরিয়া ভভিষ্যতে আরও বেশি প্রলয় বাধাবে। সারা জীবন কি তবে ইঁদুরের মত গর্তে ঢুকে কাটাতে হবে? ড্রস্টেন কি পড়েছেন 'মধুবংশীর গলি? ইঁদুরের মতো বাঁচাই শেষ নয়, তারপরেও আছে মহত্তম জীবন। ভারত, আমেরিকা, ডেনামার্ক, জার্মানি, ইতালি,চিন কোথাওই শতাংশের হিসাবে বিপুলসংখ্যক মানুষ করোনায় ধরাশায়ী হননি, যাতে 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হওয়ার পরিসর পায়। আমরা সবাই এখন জানি যে রক্তে এন্টিবডির সন্ধান মানেই ওই মানুষটির কিছুকাল আগে সত্যি করোনা সংক্রমণ হয়েছিল। এখানে কতগুলো প্রশ্ন এসে পড়ে। শরীরে এন্টিবডির স্থায়িত্ব কত দিন? যিনি একবার আক্রান্ত হয়েছেন তিনি কি দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন? যাঁর শরীরে এন্টিবডি কম, তিনি কি বেশি রুগ্ন? শরীরের ্টিবডি মিললেই কি তিনি নিরাপদ? এই সব প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল কিন্তু বার বার করে বলছেন যে এন্টিবডি মানেই ইমিউনিটি নয়। ইনিউনিটির চিত্র পরিষ্কার না হলে বলা যাবে না করোনা সংক্রামণের রাড়া কমা। ফলে কতজন মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হতে পারেন, কোনও দিনই তা নিশ্চিত করে বাল যাবে না। এই ভাবে লাল-কমলা-সবুজের লুকোচুরি চলবে নিরন্তর। এর পরেও বলবেন, লকডাউনের কোনও মানেই আছে। বরং স্কুল, কলেজ খুলে দিয়ে মুক্ত করা হোক খাঁচার বন্দি প্রাণগুলোকে। কচি কাঁচারা আক্রান্ত হলেও অল্পেই সেরে উঠবে। লকডাউন একমাত্র প্রয়োজন তাঁদের জন্য, যারা মেটাবলিক সিন্ড্রোমসের শিকার। মেন, টাইপ-টু ডায়াবেট,

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার সিপিএম'র তরফে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ে সাত ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত, এঁরা সকলেই বহিঃরাজ্য থেকে আগত, তৎপর জেলা প্রশাসন

হাফলং (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় এবার ডিমা হাসাও জেলার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। গ্রিন জোনভুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় আজ (শনিবার) এক দিনেই ৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের প্রমাণ মিলেছে। চেন্নাই থেকে আগত ৬ জন এবং আগরতলা থেকে আগত ১ ব্যক্তির দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে আজ। এঁদের মধ্যে মাহুরের ৩ জন, হাফলঙের ১ জন, উমরাংসোর ১ জন, লাইসঙের ১ জন এবং লাংটিঙের বাসিন্দা ১ জন।
শনিবার যে ৭ জনের করোনা টেস্টের রিজাল্ট পজিটিভ এসেছে তারা হলেন রোহন থাপা (২৩) উমরাংসো, হেলিউহুইবে পামে (২৩) হাফলং (লোদি গ্রাম), পাওহিউগাম্বে নৃয়ামে (২২) লাইসং, কিদিউবে জেমি (২৩) মাহুর, দিলিয়াংবে জেমি (২৬) মাহুর, সেইমিওন জেমি (২৩) মাহুর এবং উৎপল মিশ্র (২৩)। এই সাতজনের ৬ জন চেন্নাই থেকে এসেছেন। তাছাড়া উৎপল মিশ্র আগরতলা থেকে ডিমা হাসাও জেলায় আসার পর এদের শনটিলায় জওহর নবদয় বিদ্যালয় এবং হাফলং শহরের একটি লজে (আবাসিক হোটেল) কোয়ারেন্টিন করে রাখা হয়েছিল।
এদিকে করোনায় আবাসিকরা আক্রান্ত হওয়ায় জয়শ্রী হোটেল এবং হাফলং হোটেলের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকাকে রেড জোন এবং ২০০ মিটার এলাকাকে বাফার জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে ডিমা হাসাও জেলা প্রসাসন। একইভাবে শনটিলার জওহর নবদয় বিদ্যালয় চত্বরকেও রেড জোন এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় কাউকে প্রবেশ কিংবা ভিতরের কাউকে বাইরে বেরোনোয় নিষেধাজ্ঞা জারি বলবৎ থাকবে।
ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত সাত রোগী ১৬ মে, ১৮ মে এবং ২০ মে ধাপে ধাপে চেন্নাই এবং আগরতলা থেকে ফিরে আসার পর তাদের সবাইকে কোয়ারিন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছিল। তার পর ২০ মে এদের সোয়াব (লালারস) সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। আজ শনিবার এদের রেজাল্ট করোনা পজিটিভ আসে।
একই দিনে ডিমা হাসাও জেলায় রেকর্ড সংখ্যক সাতজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রামাণিক তথ্য পাওয়ায়য় জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সাতজনকে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। জেলায় সাতজনের শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ মেলার পর সামাজিক দূরত্ব বজায় ভঙ্গকারী হাফলং শহরের বাজারহাট দোকানপাট সব বন্ধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তাছাড়া হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়কে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। এদিকে হাফলং শহরের একটি লজে যেখানে উৎপল মিশ্র নামের ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছিল সেই লজকে সিল করে দিয়ে সমগ্র এলাকা কন্টেইনমেন্ট জোন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই এলাকা দিয়ে কারোর যাতায়ায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন।

বরাক উপত্যকায় প্রথম, ডায়াবেটিস ইন্ডিয়া ফেলোশিপ পেলেন করিমগঞ্জের ডা. মানস দাস

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ মে (হি. স.) : বরাক উপত্যকায় প্রথমবারের মতো ডায়াবেটিস ইন্ডিয়া ফেলোশিপ সম্মান লাভ করেছেন চিকিৎসক তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব করিমগঞ্জের ডা. মানস দাস। চিকিৎসক জীবনের দীর্ঘ অধ্যাবসায় এবং প্রায় দেড় বছরের কঠিন গবেষণার ফলস্বরূপ ডায়াবেটিস ইন্ডিয়া ফেলোশিপ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ডা. দাস।
শনিবার সংস্থার পক্ষ থেকে অনলাইনের মাধ্যমে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এটি একটি সর্বভারতীয় খেতাব। ডা. মানস দাস জানিয়েছেন, প্রায় দেড় বছর আগে সর্বভারতীয় এই সংস্থার অধীনে তিনি ডায়াবেটিসের ওপর অধ্যয়ন শুরু করে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছেন। ডায়াবেটিস ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে শনিবার অনলাইনের মাধ্যমে ডা. মানস দাসকে শংসাপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। লকডাউনের কারণে কোনও আনুষ্ঠানিকতা করা হয়নি। লকডাউন শেষ হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে এই ফেলোশিপের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
ডা. মানস দাস করিমগঞ্জ শহরে সেটেলমেন্ট রোডের বাসিন্দা এবং জেলার স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক। গত প্রায় কুড়ি বছর থেকে তিনি ডায়াবেটিস রোগের উপর গবেষণা করে চলেছেন। একজন সফল চিকিৎসকের পাশাপাশি নিজেকে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজেও জড়িয়ে রেখেছেন। করিমগঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডা. মানস দাস বর্তমানে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির উপ-সভাপতিও। তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিতে শহরের চিকিৎসক মহলের পাশাপাশি রাজনৈতিক সামাজিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

সোমবার থেকে ধাপে ধাপে চালু হতে চলেছে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে (হি. স.) : চতুর্থ দফায় লকডাউনের মাঝেই সোমবার থেকে ধাপে ধাপে চালু হতে চলেছে অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। শনিবার গ্রীষ্মকালীন বিমান চলাচলের সূচি ঘোষণা করলেন বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এখান থেকে আপাতত দৈনিক গড়ে ১২ টি করে বিমান চলাচল করবে বলে জানানো হয়েছে। যা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেকটাই কম।
তৃতীয় দফার লকডাউন উঠলেই চালু হতে পারে বিমান পরিষেবা। দিনকয়েক আগেই এখবর প্রকাশ্যে এসেছিল। জানানো হয়েছিল, আপাতত অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা চালু হতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক বিমান ওঠা-নামা শুরু হবে না। সেই সূত্র ধরে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে যাত্রীদের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। বলা হয়, যাত্রাকালে আরোগ্য সেতু অ্যাপ অবশ্যই থাকতে হবে যাত্রীদের ফোনে। মাস্ক, গ্লাভস সহ অন্যান্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। বজায় রাখতে হবে সহযাত্রীর সঙ্গে ন্যূনতম ৪ ফুটের দূরত্ব। এরপরই ১৭ মে লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানো হয়। ৩১ মে পর্যন্ত চতুর্থ দফার লকডাউন ঘোষণা হয়। তারপর বুধবার অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা চালু করার কথা জানানো হয়। তৈরি হতে শুরু করে বাগডোগরা বিমানবন্দর।
সূচি অনুযায়ী একটি বিমান সপ্তাহে দু''দিন, একটি বিমান সপ্তাহে ছ''দিন এবং অন্য আরও একটি বিমান সপ্তাহে দু''দিন- এভাবে চলাচল করবে।ইতিমধ্যেই বিমান চালানোর যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। শুরু হয়ে গেছে বিমানের টিকিট বিক্রির কাজও। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিমানের যে গড় ভাড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেই ভাড়াতেই টিকিট কাটছেন যাত্রীরা। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, বিমানে ওঠার আগে প্রত্যেক যাত্রীর থার্মাল টেস্টিং করা হবে। জ্বর, সর্দি, কাশি বা কোরোনার উপসর্গ থাকলে যাত্রীদের বিমানে উঠতে দেওয়া হবে না।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক মমতা

কাকদ্বীপ, ২৩ মে (হি. স.): ঘূর্ণিঝড় আমপানের ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার একবার আকাশ পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সেই সমস্ত বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বসিরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকের পর শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনও তিনি আকাশ পথে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা এলাকা ঘুরে দেখেন। আর তারপর কাকদ্বীপের মহকুমা শাসকের দফতরে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। কিভাবে এই দুর্যোগকে মোকাবিলা করা যাবে তা নিয়েই প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে বৈঠক হয়।
এদিনের বৈঠকে ক্যানিং, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপের মহকুমা শাসকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পি উল্লানাথন ও তিন পুলিশ জেলার এস পি। এছাড়া ও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার বিধায়ক ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এদিন। সকলকে একযোগে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কাজ করে এই দুর্যোগ পরিস্থিতিকে কাটিয়ে ওঠার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন তিনি বলেন, "ত্রাণ নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না, কাউকে রাজনীতি করতে দেবেন না। এখন শুধুই দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে"। তিনি আরও বলেন জীবনে এর থেকে বড় ও ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় তিনি দেখেন নি। সবার আগে এই ঘূর্ণিঝড়ে যে সমস্ত মানুষজন নিজেদের ঘর হারিয়েছেন তাদের ঘরের ব্যবস্থা করার কথা বলেন এদিন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এলাকাকে দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করানোর পরামর্শ ও দেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে একদিকে যেমন করোনা আতঙ্কের জেরে চলা লকডাউন, তেমনি ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো ও আমপানের দাপটে হওয়া ক্ষতি থেকে বেড়িয়ে আসা এতগুলো পরিস্থিতির সাথে লড়াই করতে হচ্ছে সকলকে।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেই ১০ লক্ষের বেশি বাড়ি ভেঙেছে। প্রায় ৪৭ হাজার বিদ্যুৎয়ের খুঁটি ভেঙেছে। এর থেকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে খানিকটা সময় লাগবে। দুর্যোগে মোকাবিলায় সকলকে একসাথে কাজ করার আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি যে সমস্ত দুর্গম এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে সেখানে জেনারেটরের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করে দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার জন্য সকলকে কাজের প্রতি মন দেওয়ার কথা ও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পূর্ণোদ্যমে চলছে কাজিরঙার জাতীয় সড়কের সমান্তরাল নির্মীয়মাণ আরেক রাস্তার কাজ

কাজিরঙা (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সমান্তরালভাবে আরেকটি রাস্তা নির্মাণের কাজ পুরদমে চলছে। মূলত চোরাশিকারিদের ধরতেই বন বিভাগের এই বিকল্প পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এখন থেকে জাতীয় সড়কে আর বনকর্মীদের নিয়মিত টহলদারি থাকবে না। সড়কের মাঝে মাঝে গাছ কেটে ফেলে অবরোধ করে রাখার ফলে রাতে ডিউটি দিতে সমস্যায় পড়তেন দায়িত্বরত বনকর্মীরা। বিকল্প পথ নির্মাণের এটাও একটি কারণ। জানা গেছে, ইতিমধ্যেই রাস্তার ৭০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের অধিকর্তা পি শিবকুমার জানিয়েছেন, নির্মীয়মাণ রাস্তাটি জখলাবন্ধা থেকে অগরাতলিতে গিয়ে সংযুক্ত হবে। সেই পথে শুধুমাত্র বন বিভাগের কর্মীদেরই ঢোকার অনুমতি থাকবে। তা হলে দক্ষিণ দিক থেকে অর্থাৎ কারবি আংলং থেকে চোরাশিকারিরা উদ্যানে ঢুকতে চেষ্টা করলে সহজেই তা বনকর্মীদের চোখে পড়বে। দীর্ঘ এই রাস্তার তিন দিক বাঘচের, মহিমিরি এবং পানবাড়িতে ওয়াচ টাওয়ার বসানো হবে।

গোলাঘাটে কয়লা খননের বিরুদ্ধে আসু-র প্রতিবাদ

গোলাঘাট, ২৩ মে (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্যে কয়লা খননকার্যের বিরোধিতায় সারা অসম ছাত্র সংস্থার গোলাঘাট আঞ্চলিক শাখা। মানবশৃঙ্খল কার্যসূচির আয়োজন করে সংস্থার সদস্যরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।
অসমের আমাজন খ্যাত দিহিং পাটকাই বর্ষারণ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লা খননের অনুমতি দিয়েছে। দেশে যখন চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন চলছে, তখনই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকারেরএ ই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছে বিভিন্ন সংগঠন।
শনিবার সম্পূর্ণ সামাজিক ব্যবধান মেনে রূপায়ণ করা হয় মানবশৃঙ্খল কর্মসূচি। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংগঠনটি এই জৈববৈচিত্র্য বিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবিও জানায়।
প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্যে কয়লাখনন হলে অনেক জীবজন্তুর অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। এই কয়লা খননের কাজ যেখানে করা হবে সে স্থান দিহিং পাটকাই এলিফ্যান্ট রিজার্ভের একটি অংশ। বিস্তৃত এই ক্ষেত্রটিকে ঘন জঙ্গলের জন্য একে উত্তর-পূর্বের আমাজনও বলা হয়।

গাজোলে কোয়ারান্টিন সেন্টারে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

গাজোল, ২৩ মে (হি. স.) : মালদার গাজোলের চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি কোয়ারান্টিন সেন্টারে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার জেরে চরম আতঙ্কে রয়েছেন ওই কোয়ারান্টিন সেন্টারের অন্যান্য শ্রমিকরা।
অন্যদিকে, ওই শ্রমিকের মৃত্যুর জেরে বিপাকে পড়েছে তাঁর পরিবার। দরিদ্র ওই পরিবারে রয়েছেন মৃত শ্রমিকের স্ত্রী এবং দুই শিশুপুত্র। ময়নাতদন্তের পর দেহ এলাকায় নিয়ে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাঁদের নেই। কীভাবে তাঁর শেষ কাজ সম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছে তাঁর পরিবার। জানা গিয়েছে, ওই কোয়ারান্টিন সেন্টারে ৪০জন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। গত ২০মে পুনে থেকে ওই কোয়ারান্টিন সেন্টারে আসেন মৃত ব্যক্তি সহ বেশ কয়েকজন শ্রমিক। তারপর থেকে তাঁরা সেখানেই ছিলেন। গতকাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। গভীর রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।সরকারি কোয়ারান্টিন সেন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার জেরে আতঙ্কে রয়েছেন ওই কোয়ারান্টিন সেন্টারের অন্যান্য শ্রমিকরা।

প্রয়াত অভিনেতা মোহিত বাগেল, বলিউডে শোকের ছায়া

মুম্বই, ২৩ মে (হি. স.) : ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৬ বছর বয়সে চলে গেলেন অভিনেতা মোহিত বাগেল। টেলিভিশনে ও সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন তিনি। শনিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বলিউডে নেমেছে শোকের ছায়া।
মথুরায় নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রাজ সান্ডিল্য, পরিনীতি চোপড়া, সিদ্ধার্থ মালহোত্র সহ বলিউডের একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। জাবড়িয়া জোড়ি ছনিতে মোহিতের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পরিনীতি ও সিদ্ধার্থ। ২০১১-তে সলমন খানের সঙ্গে 'রেডি' ছবতে অভিনয় করেন তিনি।
পরিচালক রাজ সান্ডিল্য এদিন ট্যুইটারে লেখেন, 'মোহিত, ভাই এত তাড়া ছিল যাওয়ার? আমি বলেছিলাম, তোর জন্য পুরো ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে আয়। তারপরই সব শুরু হবে। তুই খুব ভালো অভিনয় করিস। পরের সিনেমায় তোর জন্য অপেক্ষা করব আর তোকে আসতেই হবে।'পরিনীতি চোপড়াও লিখেছেন, 'একজন খুব ভালো মানুষ ছিল, সবসময় পজিটিভ।' পরিবারের প্রতি সমবেদান জানিয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রাও। ছোটে মিঞা নামে এক রিয়্যালিটি শো থেকে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন মোহিত। বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মথুরায় নিজের পরিবারের সঙ্গেই ছিলেন।

পেট ব্যাথার রোগী করোনা আক্রান্ত একান্তবাসে শিলচর মেডিক্যালের ডাক্তার সহ ১৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী

শিলচর (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জনৈক সার্জারি রোগীর দেহে কোভিড-১৯ ধরা পড়ায় চিকিৎসক সহ ১৭ জনকে ১৪ দিনের একান্তবাসে (কোয়ারেন্টাইন) পাঠানো হয়েছে।
করিমগঞ্জ জেলার এংলারবাজারের খলিলুর রহমান (৪৫) বৃহস্পতিবার পেটে ব্যথা উপসর্গ নিয়ে চিকিসার জন্য এসেছিলেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ডা. সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চিকিৎসকরা ঠিক করেছিলেন, শুক্রবার তাঁর পেটের অপারেশন করানো হবে। কিন্তু এর আগেই ঘটে যায় আরেকটি বিপত্তি।
কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে থ্রোট সোয়াব টেস্ট করান খলিলুরের। টেস্টের রিপোর্টে তাঁর কোভিড-১৯ পজিটিভ আসে। রিপোর্ট হাতে আসতেই নড়েচড়ে বসে মেডিক্যাল প্রশাসন। বিলম্ব না করে তড়িঘড়ি খলিলুর রহমানকে কোভিড ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। এর পর অবগত করানো হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল বেজবরুয়া, সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অভিজিৎ স্বামী, সিনিয়র ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
শিলচর মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল বেজবরুয়া জানান, করোনা টেস্টে পজিটিভ পাওয়ার পর রোগী খলিলুরকে কোভিড ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছ।
স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর অনুযায়ী প্রটোকল অনুসারে এই কক্ষের ১৩ জন রোগী সহ তাদের সঙ্গে বিদ্যমান অ্যাটেনডেন্টদের লালারস পরীক্ষা হচ্ছে।
যে কক্ষে খলিলুর রহমানক রাখা হয়েছিল ওই কক্ষ ও তার আশপাশ এলাকাকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই কক্ষের রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানান ডা, বেজবরুয়া।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ডা. সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, পিজি চিকিৎসক সহ খলিলুর রহমানের চিকিৎসায় নিয়োজিত ১৭ জনকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখার নির্দেশ দিয়ে তাদেরও নমুনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে।
এ ঘটনার ফলে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা বিভাগের কর্মীদের আরও সতর্কতা অবলম্বনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্পেশাল ট্রেনের চেন টেনে রাজগঞ্জে নেমে পড়লেন পরিযায়ী শ্রমিকরা

রাজগঞ্জ, ২৩ মে (হি. স.) : ট্রেনের চেন টেনে নেমে পড়লেন ৮ জন পরিযায়ী শ্রমিক। শনিবার ঘটনাটি ঘটে রাজগঞ্জের হাঁসুয়াপাড়া এলাকায়। এদিন, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের চেন টেনে নেমে পড়েন পরিযায়ী শ্রমিকরা। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলায় এবং ২ জনের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায়। ওই শ্রমিকদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন বাসিন্দারা। পরিযায়ী শ্রমিকরা জানান, তাঁরা হায়দরাবাদে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। লকডাউনে কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁরা সেখানে প্রায় দুই মাস আটকে ছিলেন। সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা করে দেওয়ায় হায়দরাবাদ থেকে অসমগামী 'শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন'-এ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁরা জানান, ট্রেনটি এনজেপি স্টেশনে পৌঁছানোর পর তাঁরা নেমে পড়লেও রেল পুলিশ তাঁদেরকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেন। ওই ট্রেনে তাঁদেরকে অসম নিয়ে যেতে পারে বলে নিরুপায় হয়ে ট্রেনের চেন টেনে তাঁরা ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদেরকে আটকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই শ্রমিকদের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দুরন্ত কোভিড-১৯, অসমে আক্রান্ত ৩২৯

গুয়াহাটি, ২৩ মে (হি.স.) : আশঙ্কা অনুযায়ী অসমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। আজ শনিবার সকাল থেকে বোলা ১.৪০টা পর্যন্ত একদিনে মোট ৭০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। সকাল ১১.২০ মিনিটে সাত, ১.৪০ মিনিটে ৫৩ এবং বিকেল ৫.১০ মিনিটে নতুন আরও ১০ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর রিপোর্ট এসেছে বলে উদ্বেগজনক খবর দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজকের রোগীদের নিয়ে রাজ্যে এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩২৯ জনে পৌঁছেছে।
রাজ্যবাসীকে সতর্কবার্তা দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৪ জন মরিগাঁও, ২ জন নলবাড়ি, একজন করে নগাঁও, হোজাই, গোলাঘাট এবং যোরহাটে। এছাড়া এর আগে শনাক্তকৃতদের মধ্যে ৪৪ জন গুয়াহাটির সরুসজাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের, ৭ জন ডিমা হাসাও, ২ জন কাছাড়ের। এছাড়া সকালে যে সাতজনকে করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ৬ জন হোজাই এবং ১ জন ধুবড়ি জেলার। এঁরাও সরুসজাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। টুইট আপডেটে মন্ত্রীঁর ড় শর্মা জানান, ৩২৯ জনের মধ্যে সুস্থ ৫৪ জনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাসে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা এ মুহূর্তে ২৬৮। চারজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনজন ছিলেন অভিবাসী, বহিঃরাজ্যের।
প্রসঙ্গত, গতকাল শুক্রবার একদিনে ৪৯, বৃহস্পতিবার ২২ জন আক্রান্ত হয়েছেন কোভিড-১৯ সংক্রমণে। যেদিন থেকে বহিঃরাজ্য থেকে অসমে নাগরিকরা আসা শুরু করেছেন তখন থেকে কোভিড-১৯ আক্রান্তেক সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই আশঙ্কা অবশ্য আগেই ব্যক্ত করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ১৩ মে থেকে আজ পর্যন্ত ৩২৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন মারণ সংক্রমণ কোভিড-১৯-এ। নতুন যাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই বহিঃরাজ্য থেকে আগত।

শনিবার আগরতলায় দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

আলিয়ার নাপিত রণবীর

মঙ্গলবার বলিউডের প্রযোজক করণ জোহর ইনস্টাগ্রামে লাইভে এসেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর 'গড চাইল্ড' আলিয়া ভাট সম্পর্কে নানা কথা বলেন। বলেন, লকডাউনে আলিয়া একজন 'বিশেষ হেয়ার স্টাইলিস্ট' পেয়েছেন। আর তিনি আর কেউ নন, প্রেমিক রণবীর কাপুর। করণ আরও বলেন, আলিয়া তাঁর সুখের সন্ধান পেয়েছে। আর ওর হৃদয় যেখানে চেয়েছে, সেখানেই আছে।অবশ্য চুলগুলো যে প্রেমিক রণবীরই কেটেছেন, সেই আভাস দিয়েছিলেন আলিয়া। ইনস্টাগ্রামে একটা ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'লকডাউনের ৬০ দিন পূর্ণ হলো আজ। আমি এখন আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী, আরও ফিট, আরও ভালো স্কিপিং আর পুশ আপ পারি। দৌড়ানোকে জীবনের সঙ্গী বানিয়ে ফেলেছি। খাচ্ছি, আর নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য অপেক্ষায় আছি। আমার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভালোবাসার মানুষকে ধন্যবাদ। আমার যখন চুল কাটার দরকার পড়েছে, ঠিকই নাপিত বনে গেছে সে!'
আগেই জানা ছিল, লকডাউনে এই জুটি একসঙ্গেই ছিলেন। রণবীরের বাবা ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর আলিয়া পুত্রবধূর মতোই শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে ছিলেন। আবার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে এই দুজন আবারও থাকছেন একসঙ্গে। আলিয়া জানিয়েছেন, লকডাউনে তিনি মানুষ হিসেবে আরও উন্নত হয়েছেন। আর সে জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করেছেন। ২০১২ সালে করণ জোহরের স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে আলিয়ার। আর এবার তাঁকে দেখা যাবে করণ জোহর পরিচালিত বড় আয়োজনের ঐতিহাসিক ছবি, 'তখত' এ। মোগল আমলের নানা ঘটনা নিয়ে নির্মিত এই ছবিতে অভিনয় করবেন ভিকি কৌশল, রণবীর সিং, কারিনা কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, ভূমি পেড়নেকার, অনিল কাপুরসহ আরও অনেকে।
করণ জোহর এর আগে রাজীব মাসান্দের শোতে বলেছিলেন, তিনি আলিয়ার মেধাকে তাঁর ছবিতে ব্যবহার করতে পারেননি। তা বলেছিলেন, 'আলিয়ার প্রথম ছবি "স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার" হলেও সত্যিকার অর্থে "অভিনেত্রী" আলিয়ার প্রথম ছবি ইমতিয়াজ আলীর "হাইওয়ে"। যেভাবে ইমতিয়াজ আলিয়ার ক্ষমতা বুঝে ওর মেধাকে ব্যবহার করেছেন, সে জন্য একটা বড় ধন্যবাদ ওনার প্রাপ্য। আমি তা পারিনি। তবে আমি এটুকু বলব, আমি জানতাম আলিয়া পারবে। ওর ভেতর কিছু একটা আছে। কিন্তু আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে সেই কিছু একটাকে আমি পর্দায় তুলে আনতে পারিনি।'করণ ভিডিও চ্যাটে আরও বলেছেন যে তিনি আশা করছেন, 'তখত' ছবিতে তিনি আলিয়াকে নিয়ে নিজের সেই আক্ষেপ ঘোচাবেন।

কীভাবে কথা বললে সন্তান শুনবে?

লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সবাই বাসায় একসঙ্গে পুরোটা সময়। কেউ কেউ হয়তো সন্তানদের পড়ালেখার ব্যাপারটি দেখেছেন আর হতাশ হয়ে ভাবছেন, 'এই কথা না শোনা বেয়াড়া সন্তানদের কী করে মানুষ করব?' আর সেই সঙ্গে সন্তানেরা হয়তো ভাবছেন, 'আমাদের মা---বাবা একদম সনাতন আমলের, কথা শুনতেই চায় না।'
এই অচল পরিস্থিতি সামাল দিতে পড়তে পারেন আডেল ফ্যাবার এবং এলেইন মজলিশের লেখা এক কালজয়ী বই, হাউ টু টক সো কিডস উইল লিসেন অ্যান্ড লিসেন সো কিডস উইল টক। বইটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে বলেই বই থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরার চেস্টা করছি।
উপদেশ নয়, সন্তানদের অনুভুতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। নিচের কথোপকথনটা খেয়াল করুন।
সন্তান: (মন খারাপ করে) আমার পোষা মাছটি আজকে মারা গেছে।
অভিভাবক: কান্নাকাটি কোরো না, বাবু। করোনাভাইরাসের আমলে মানুষের জীবনেরই এখন কোনো দাম নেই, আর এটা তো একটা ছোট্ট মাছমাত্র।
সন্তানের কান্না বাড়তে থাকল।
অভিভাবক: কান্না থামাও, প্লিজ। তোমাকে কাঁটাবন থেকে আরেকটা মাছ কিনে দেব।
সন্তান: (মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে) আমি আরেকটা মাছ চাই না।
অভিভাবক: এই রকম ব্যবহার করলে মাছ দেবই না তোমাকে।
ওপরের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি খুব সহজেই সামলে নেওয়া যেত ব্যবহারে ছোট্ট একটি পরিবর্তন এনে। যেকোনো সমস্যায় দ্রুত সমাধানের দিকে না এগিয়ে সন্তানের অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিন। এতে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি দ্রুতই অনুকূলে আসবে। নিচের উদাহরণটা খেয়াল করলেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।
সন্তান: (মন খারাপ করে) আমার পোষা মাছটি আজ মারা গেছে।
অভিভাবক: তাই? আহা রে।
সন্তান: ও ছিল আমার বন্ধু।
অভিভাবক: একটা বন্ধুকে হারানো সহজ ব্যাপার নয়।
সন্তান: মাছটি লেজ নেড়ে কী সুন্দর করে সাঁতার কাটত!

অভিভাবক: পোষা মাছটির সঙ্গে তোমার অনেক সুন্দর সময় কেটেছে।
সন্তান: আমি মাছটিকে প্রতিদিন খাবার দিতাম।
অভিভাবক: তুমি সত্যিই মাছটার অনেক যত্ন নিয়েছ।
সন্তানদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার উপায়
সন্তানদের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে এই পরামর্শগুলো কাজে লাগতে পারে
১. সমস্যাটি বর্ণনা করুন
২. দরকার পড়লে আরও তথ্য দিন
৩. নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করুন
৪. প্রয়োজনে নোট লিখুন।
কীভাবে করবেন? সেই বিষয়েও পরামর্শ আছে
সন্তান সদ্য চুনকাম করা ঘরের দেয়ালে এঁকেছে, যা দেখে আপনার মেজাজ খুবই চড়ে গেল। এখন কী বলবেন?
সচরাচর আমরা যা বলি: আবার যদি দেয়ালে আঁকিস, থাপ্পড় একটাও মাটিতে পড়বে না।
যা হওয়া উচিত: আঁকা বা লেখার জন্য দেয়াল নয়। তার জন্য আছে কাগজ (তথ্য দিলেন)।
আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়
সচরাচর যা হয়: তুমি চরম বেয়াদব। আমার কথার মাঝে খালি কথা বলো।
যা হওয়া উচিত: আমার একদম ভালো লাগে না, যখন একটা কথা বলা শুরু করার পরে আমি শেষ করতে পারি না (এখানে আপনার অনুভূতিতে ব্যক্ত করলেন)।
নোট লেখা: সন্তান কথা শুনতে চায় না। শুধু টিভি দেখবে, না হয় কম্পিউটারে সময় কাটাবে। হাজারবার বলে বলে আপনি ক্লান্ত। এ ক্ষেত্রে নোট লিখতে পারেন। কম্পিউটারের ওপর নিচের নোটটি লিখে রাখলে ফলাফল কী হতে পারে?
'কম্পিউটারটি অন করার আগে, চিন্তা করে বলো তো পড়াশোনা শেষ হয়েছে কি না?'
আপনার ওপর সন্তানদের নির্ভরশীলতা কী করে কমাবেন
অনেক সন্তানই যেকোনো কাজে মা—বাবার প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়, বাড়ে পরনির্ভরতা। এসব ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি
১. সন্তানদের নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে দিন
২. তাদের কঠিন প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন
৩. বেশি প্রশ্ন করবেন না
৪. দ্রুত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না
৫. কখনো সন্তানকে আশাহত করবেন না।
এ বিষয়েরও কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে
১. সন্তান হয়তো একটি বয়াম খোলার চেষ্টা করে পারছে না।
সচরাচর যা বলি আমরা: বয়ামটা ভেঙে যাবে। আমার কাছে দাও। আমি খুলে দিচ্ছি।
যা হওয়া উচিত: মাঝেমধ্যে বয়াম খুলতে একটু বেশি কসরত করতে হয়। চামচ দিয়ে ঢাকনায় একটু চাপ দিলে কাজ হতে পারে।
২. সন্তান হয়তো একটা অংক পারছে না।
সচরাচর আমরা যা বলি: এই অংক তো পানির মতো সোজা। আসো, আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি।
যা বলা উচিত: দশমিক নম্বরগুলোকে গুণ করা সহজ কাজ নয়। দশমিক যে কোন ঘরের পরে বসবে, তা নির্ণয় করতে একটু মাথা খাটাতে হবে।
বইটিতে আরও আছে শাস্তির বিকল্প কী হতে পারে এবং সন্তানদের কী করে প্রশংসা করা যেতে পারে, সেসব বিষয়ে দারুণ সব আলোচনা। সন্তানকে সঠিকভাবে বেড়ে তুলতে অভিভাবকেরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

যে কারণে আইনি নোটিশ পেলেন আনুশকা

১৫ মে আমাজন প্রাইমে মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ 'পাতাল লোক'। মুক্তির পরই অসংখ্য প্রশংসা জড়ো করে ব্যাপক আলোচনায় আসে এই সিরিজ। সম্প্রতি আইনজীবী সমিতির এক সদস্য ভিড়েন শ্রী গুরুং এই সিরিজের অন্যতম প্রযোজক হিসেবে আনুশকা শর্মাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন।
অভিযোগ, এই সিরিজের একটি সংলাপে ভারতের এক কোটি পাঁচ লাখের নেপালি সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয় 'কাস্টিস্ট স্লার'। বুঝিয়ে বলি। ধরুন কেউ কোনো নিষ্ঠুর কাজ করছে, আপনি চট করে বলে ফেললেন, 'ও তো ব্যাটা কসাই।' ফলে পুরো কসাই সম্প্রদায়কে অসম্মান করা হলো। ভারতের আইন দ্বারা এ ধরনের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বা সম্প্রদায়কে ছোট করে কথা বলা নিষিদ্ধ। সেই আইনেরই মারপ্যাঁচে আনুশকাকে আটকাতে চাইছেন এই আইনজীবী। আইনি ওই নোটিশে বলা হয়েছে, 'এই সিরিজে একটি দৃশ্য আছে, যেখানে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা একটি নেপালি চরিত্রকে সাম্প্রদায়িকভাবে কটাক্ষ করে।
যা ঘটেছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। যেহেতু আনুশকা শর্মা এই সিরিজের অন্যতম প্রযোজক, তাই আমরা তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি।' এই আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, আনুশকার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া না গেলে তিনি এবার আমাজন প্রাইমের বিরুদ্ধে মামলা করবেন। শুধু এই আইনজীবী একা নন, ভারতীয় গোর্খা যুব পরিষদ একটি অনলাইন পিটিশনের আবেদন করেছে, যাতে ওই দৃশ্যের সময় শব্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়।
আর সাবটাইটেলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। অন্তত সতর্কবার্তা হিসেবে যেন লিখে দেওয়া হয় যে এখানে কোনো সম্প্রদায়কে ছোট করা হয়নি। এভাবে টেকনিক্যালি ভুল সংশোধন করতে বলা হয়েছে। আর এই উপায় বের করে পিটিশন চালু করেছেন গোর্খা যুব পরিষদের সমাজসেবা সম্পাদক নম্রতা শর্মা। এই পিটিশন আবার তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরকেও পাঠানো হবে বলে জানানো হয়। জয়দ্বীপ আহলাওয়াত, গুল পানাং, নীরাজ কবি, অভিষেক ব্যানার্জি, স্বস্তিকা মুখার্জিরা মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

এ সময়ে চুলের যত্নে

করোনার সংক্রামণকালে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য সময় কাটছে নিজ ঘরেই। সাধারণ সময়ে সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্রে চুলের যত্ন নেওয়া হতো। নিয়মিত চুল কাটা কিংবা পরিচর্যার সেই সুযোগ এখন বন্ধ। কিছুটা দুশ্চিন্তায় বাড়ছে কি চুলপড়ায়ও? বাড়িতেই শুরু হয়ে যাক চুল সুন্দর রাখার চর্চা। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া উপাদানগুলোই যথেষ্ট। একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া উপাদানগুলোও হতে পারে চুলের যত্নের জন্য উপকারী উপকরণ।
এই সময়ে চুলের যত্নের উপকরণ হওয়া চাই সহজলভ্য, যা সহজেই ঘরে পাওয়া যাবে। যেহেতু এখন গরম ও বৃষ্টি দুইই দেখা যাচ্ছে তাই উপকরণগুলো বেছে নিতে হবে চুলের ধরন বুঝে। তৈলাক্ত, শুষ্ক ও স্বাভাবিকতিন ধরনের চুলের জন্যই উপাদান ব্যবহারের আগে সঠিক পরিমাণ ও নিয়ম জেনে নেওয়া জরুরি। আবার এই সময়ে অনেক খাবারের খোসা বা অবশিষ্ট অংশ ফেলে না দিয়ে চুলের যত্নে খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এমনটাই জানালেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের আয়ুর্বেদিক রূপবিশেষজ্ঞ আফরিন মৌসুমী।
তৈলাক্ত চুলের যত্ন
ভিটামিন সি চুলের ও আমাদের শরীর দুইয়ের জন্যও বিশেষ দরকারি। লেবুর শরবত তৈরি করার পর তার খোসা ফেলে না দিয়ে সহজেই চুলের যত্নে ব্যবহার করা যায়। কয়েকটি লেবুর খোসা ও ৩ কোয়া রসুন ভালোমতো পেস্ট করে নিন। এবার এই পেস্টটি শুধু মাথার ত্বকে লাগিয়ে ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। রসুনের মধ্যে থাকা সালফার ও লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড মাথার কোষের ভেতরে প্রবেশ করবে এই সময়ে। পরে চুল শ্যাম্পু করুন। এই প্যাকটি চুল পড়া রোধে খুব ভালো কাজ করে।
শুষ্ক চুলের যত্ন
একটি পেঁয়াজের রসের সঙ্গে অর্ধেক পাকা কলা ও এক টেবিল চামচ মধু ভালোমতো ব্লেন্ড করে নিন। এরপর প্যাকটি মাথার ত্বকে লাগিয়ে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। পরে শ্যাম্পু করে ফেলুন। শুষ্ক চুলে মসৃণতা আনে এই প্যাকটি।
স্বাভাবিক চুলের জন্য
একটি পেঁয়াজের রস প্রথমে পরিষ্কার মাথার ত্বকে লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট পর এটি শুকিয়ে গেলে ঘরে থাকা নারিকেল বা জলপাইয়ের তেল গরম করে মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করুন। চুল খুব দ্রুত লম্বা হবে।
শ্যাম্পুর বিকল্প ও রং করা চুলের জন্য মসুর ডাল বেশ ভালো কাজ করে। দুই টেবিল চামচ শর্ষেবাটা ও দুই টেবিল চামচ মসুর ডাল সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পাতলা পেস্ট করে নিন। এবার পরিষ্কার মাথার চুলের গোড়ায় এই পেস্টটি ব্যবহার করুন। এ সময়ে বাসায় থেকে চুলে রং করার ফলে চুলের গোড়ায় থাকা গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ প্যাকটি মাথার ত্বক পরিষ্কার করে গ্রন্থির মুখ খুলে দেয়।
চুল ফাটা দূর করতে
চুল ফাটা দূর করতে আদারস মাথার ত্বকে ব্যবহারের পর শুকিয়ে গেলে হালকা গরম নারকেল বা জলপাইয়ের তেল মালিশ করে নিন। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন। তবে ফাটা অংশ কাটতে চাইলে সহজ নিয়ম হলো ভেজা চুলের মাঝবরাবর সিঁথি করে দুই পাশে সমান করে নিচ থেকে কেটে ফেলা। এ ছাড়া মাথা নিচু করে ভেজা চুল পেছন থেকে সামনে এনে সমান করে আঁচড়ে নিয়ে কেটে নিতে পারেন। এতে চুলে ভলিউম লেয়ার আসবে।
কন্ডিশনারের বিকল্প চা—পাতা
বাড়িতে চা খাওয়ার পর চায়ের পাতা ফেলে না দিয়ে কন্ডিশনারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এই চা—পাতা পানিতে ভিজিয়ে শ্যাম্পুর পর চুলে দিয়ে স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কিন্তু এর জন্য চা তৈরির সময়ে কোনো রকম চিনি ব্যবহার করা যাবে না। তাতে চুলে আঠালো ভাব চলে আসবে।

অস্কারের ভাগ্য অনিশ্চিত

৯৩তম অস্কারের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দ্য একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স ঠিক করেছে, অন্তত আগামী বছরের জন্য বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড়, আলো ঝলমলে এই রাত স্থগিত হতে পারে। ভ্যারাইটি ও এবিসি এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কথা ছিল, ২০২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সেই বড় রাত। যে রাতে জানা যাবে ২০২০ সালের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কাদের হাতে উঠল বহু আকাঙ্ক্ষিত ব্রোঞ্জ আর ২৪ ক্যারেট সোনার সেই মানবট্রফি।
এবার করোনার জন্য নিয়ম ভেঙে বিশেষ নিয়মও করেছিল অস্কার কমিটি। সাধারণত, অস্কারে যাওয়ার জন্য কোন সিনেমা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের নির্দিষ্ট কিছু সিনেমা হলে অন্তত এক সপ্তাহের জন্য মুক্তি দিতে হয়। কিন্তু এই বছর এই আবশ্যিক নিয়ম শিথিল করা হয়। জানানো হয়, যে সিনেমাগুলো প্রথমিকভাবে লস অ্যাঞ্জেলসের হলগুলোতে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু করোনা মহামারির কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, সেই ছবিগুলো অস্কারের মনোনয়নের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। অস্কার কমিটির পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এর পরিচালক বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, সবাই এই চলচ্চিত্র ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।
আমরা সবাই মিলে তো একটা সম্প্রদায়, একটা ইকো সিস্টেম। এই সময়ে সব হল বন্ধ। তাই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি দেওয়া ছবিগুলোকেও অস্কারের মঞ্চে উদযাপন করা হবে। তবে হ্যাঁ, কেবল অনলাইন প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যেই নির্মিত, সেগুলোকে না।'
কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, এই পরিকল্পনাও বাতিল করেছে অস্কার কর্তৃপক্ষ। এক সূত্র ভ্যারাইটিকে জানায়, বিশ্বের এমন অবস্থায় আগামী অস্কার নিয়ে ভাবাটা বোধ হয় মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদিও সিনেমা উদযাপনের সবচেয়ে বড় এই আসরকে 'না' করাটাও কঠিন সিদ্ধান্ত। তবুও আমরা স্থগিত করার কথাও ভাবছি। একাডেমি প্রেসিডেন্ট ডেভিড রুবিন কিছু খোলাসা করে না বললেও একই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে এবিসি নেটওয়ার্ককে বলেন, 'এখনো ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২৮ ফেব্রুয়ারিতেই আছে।
তবে শিগগিরই একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে যাচ্ছে। আমরা প্রতিবছরের মতো এবারও বিশ্বের সেরা চলচিত্রগুলোকে উদযাপন করতে চাই।
কিন্তু সেটা কবে, কীভাবে হবে, তা আরও ভাবতে হবে।' এমনও বলা হচ্ছে, কেবল লস অ্যাঞ্জেলসের ডলবি থিয়েটারে নয়, নিউইয়র্ক, শিকাগো, মিয়ামি, আটলান্টা ও সমুদ্র পারের নানা জায়গায় ছড়িয়ে—ছিটিয়ে অনুষ্ঠিত হবে অস্কার। তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি আসেনি।

শনিবার অল ইন্ডিয়া ইউথ ফেডারেশন ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গের বাধায় বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলবন্দর বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে ভারত

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ২৩।। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেও পশ্চিমবঙ্গের বাধায় বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে ভারত। এ বিষয়ে দিল্লির পক্ষ থেকে 'কড়া ভাষায়' চিঠি দিয়েও মমতা ব্যানার্জিকে স্থলবন্দর না খোলার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি দেশটির সরকার। ফলে তিস্তার জল ইস্যুতে টানাপোড়েনের পর এবার দু'দেশের বাণিজ্যে সম্পর্কের মধ্যেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বিকল্প পথ হিসেবে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহনের জন্য এখন রেলপথকেই বেছে নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে আমদানি-রফতানি বন্ধ রয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার লকডাউন করে রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদিও রাজি হয়েছিল কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা মমতা ব্যানার্জি রাজি হচ্ছেন না। উনি কোনো ট্রাকই আসতে দিচ্ছেন না। কেউ যদি আসে তারা ফেরত যেতে পারছেন না। সেখানে ১৪ দিনের (কোয়ারেন্টাইন) কোনো ব্যাপার নয়। যিনি আসবেন তিনি যেতেই পারবেন না! ফলে হাজার খানেক ট্রাক ওখানে লাইন ধরে বসে আছে, বলেন তিনি। ড় মোমেন বলেন, একবার আলোচনা হলো দু'দেশের জিরো পয়েন্টে ট্রাক থেকে মালামাল ওঠা-নামা করা হবে। তাতে দেখা যায়, মাত্র চার-পাঁচটি ট্রাক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু তাতেও পশ্চিমবঙ্গ রাজি নয়। সবাই লকডাউন, করোনাভাইরাস নিয়ে ব্যস্ত। তবে বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছিল। বর্তমানে স্থলবন্দরের বিকল্প হিসেবে ভারতের সঙ্গে আমাদের চারটি পথে রেল যোগাযোগ চালু আছে। সেসব পথে এখন মালামাল আসা-যাওয়া করছে, বলেন বিদেশমন্ত্রী। ঠিক কবে স্থলবন্দরগুলো চালু হবে সে কথা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না বলে উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী মোমেন।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির যুক্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন পেট্রাপোল বা হিলির মতো স্থলবন্দরগুলো চালু করেনি। গত মাসের শেষ দিন সীমিত আকারে চালু হওয়ার তিনদিন পরই পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দরে স্থানীয়দের বাধায় মালপত্র ওঠানামা বন্ধ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন সায় ছিল।

এদিকে বাংলাদেশে মালপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে ভারতের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা'র কথা রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে কড়া ভাষায় চিঠি লেখেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা। চিঠিতে পণ্য পরিবহনে অবিলম্বে বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তাতে এতটুকু টলেনি মমতা ব্যানার্জি ও তার সরকার। গত ৫ মে পাঠানো ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনে গত ২৪ এপ্রিল অনুমতি দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পণ্য পরিবহন এখনো শুরু করেনি। ফলে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হওয়া বিপুলসংখ্যক পণ্যবাহী ট্রাক বিভিন্ন বর্ডার ক্রসিং পোস্টে আটকে রয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশে যেসব ট্রাক ও এর চালক পণ্য সরবরাহ করতে গিয়েছিলেন তারাও সীমান্তের ওপাড়ে আটকে রয়েছেন। তাদেরও ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

এতে বাংলাদেশের প্রতি যেমন ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে তেমনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অবমাননা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু আইন লঙ্ঘন করেনি, তা ভারতের সংবিধান লঙ্গনেরও শামিল। এ বিষয়ে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের অ্যাটাশে (প্রেস) দেবব্রত পাল বলেন, 'ভারত ফেডারেল রাষ্ট্র। এর রাজ্যগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনই স্থলবন্দর খুলতে রাজি নয়। কবে নাগাদ এটি খুলবে সেটি বলাও যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করছে বলেও জানান তিনি।

করোনা ভাইরাস: বাংলাদেশে একদিনে শনাক্তের নতুন রেকর্ড ১৮৭৩, মৃত্যু ২০

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ২৩।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে এক হাজার ৮৭৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এটিই এ পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ৩২ হাজার ৭৮ জন। ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও ২০ জন। এ নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৫২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯৬ জন এবং এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ছয় হাজার ৪৮৬ জন। শনিবার বেলা আড়াইটায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ এবং চার জন নারী। এরমধ্যে ঢাকা বিভাগের চার জন, চট্টগ্রাম বিভাগের আট জন, রংপুর বিভাগের দুই জন, সিলেট বিভাগের একজন, ময়মনসিংহ বিভাগের দুই জন, রাজশাহী বিভাগের দুই জন এবং খুলনা বিভাগে একজন রয়েছেন। ২০ জনের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ১৫ জন, বাড়িতে মারা গেছেন চার জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় একজনকে। নাসিমা সুলতানা জানান, মৃত্যুবরণকারীদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে একজন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে তিন জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে আট জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তিন জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তিন জন এবং ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে দুই জন রয়েছেন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯ হাজার ৯৭৭টি, আগের নমুনাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে ১০ হাজার ৮৩৪টি। এখন পর্যন্ত দুই লাখ ৩৪ হাজার ৬৭৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ২৮৬ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন চার হাজার ৩০৫ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৪১ জন। এখন পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে মোট ছাড়া পেয়েছেন দুই হাজার ৬৯ জন। নাসিমা সুলতানা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে দুই হাজার ৩২২ জনকে। এখন পর্যন্ত দুই লাখ ৬০ হাজার ৪১৬ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন দুই হাজার ৮৮ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন দুই লাখ পাঁচ হাজার ২৫৯ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৫ হাজার ১৫৭ জন।

পানাগড়ে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহে করোনার হদিশ, স্যানিটাইজ করা হল এলাকা

দুর্গাপুর, ২৩ মে(হি.স.): পরিযায়ী শ্রমিকের দেহে করোনা সংক্রামক। খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার পানাগড় এলাকায়। পজেটিভ রিপোর্ট আসতে প্রশাসনিক তৎপরতা। আক্রান্ত রোগীকে পাঠানো হল কোভিড হাসপাতালে। সংস্পর্শে থাকা কয়েকজনের সোয়াব পরীক্ষার পাশাপাশি প্রায় ১৪ জনকে রাখা হল কোয়ারেন্টাইনে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহখানেক ধরে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর কাজ চলছে। সম্প্রতি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের ব্যাবস্থা হয়েছে। তার আগে অনেকে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে আবার অনেকে লরিতে ফিরেছে। তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে সংক্রামকের আশঙ্কায় আতঙ্কে ছিল রাজ্যবাসী। কাঁকসা ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে জানা গেছে, পানাগড় কমিউনিটি সেন্টারে কোয়ারেন্টাইনে থাকা এক পরিযায়ী শ্রমিকের শরীরে কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া গেছে। খবর চাউর হতেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কাঁকসা বিএমওএইচ বিপ্লব কুমার মন্ডল জানান,' আক্রান্ত ওই শ্রমিককে কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার সংস্পর্শে থাকা সকলের সোয়াব নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ১৪ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।' এদিকে শনিবার সকাল থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়। জানা গেছে ওই শ্রমিকের বাড়ী পানাগড় রেলপারে। মুম্বাইয়ে কাজ করত। সম্প্রতি কয়েকজন সেখান থেকে লরিতে করে হাজারিবাগ এবং সেখান থেকে গাড়ী ভাড়া করে পানাগড়ে ফেরে। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের পানাগড় কমিউনিটি সেন্টারে কোয়ারেন্টাইনে রাখে। কোভিড পজেটিভের হদিশ মিলতেই প্রশাসনিক উদ্যোগে দমকলের সহযোগিতায় গোটা এলাকা স্যানিটাইজেশন করা হয়। স্যানিটাইজের কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা-পরিষদের সহ-সভাপতি সমীর বিশ্বাস। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,' কমিউনিটি সেন্টার ছাড়াও আশপাশের এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়েছে।' হিন্দুস্থান সমাচার, জয়দেব লাহা।

দুর্গাপুর, ২৩ মে(হি.স.): পরিযায়ী শ্রমিকের দেহে করোনা সংক্রামক। খবর চাউর হতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসার পানাগড় এলাকায়। পজেটিভ রিপোর্ট আসতে প্রশাসনিক তৎপরতা। আক্রান্ত রোগীকে পাঠানো হল কোভিড হাসপাতালে। সংস্পর্শে থাকা কয়েকজনের সোয়াব পরীক্ষার পাশাপাশি প্রায় ১৪ জনকে রাখা হল কোয়ারেন্টাইনে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহখানেক ধরে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর কাজ চলছে। সম্প্রতি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের ব্যাবস্থা হয়েছে। তার আগে অনেকে পায়ে হেঁটে, সাইকেলে আবার অনেকে লরিতে ফিরেছে। তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে সংক্রামকের আশঙ্কায় আতঙ্কে ছিল রাজ্যবাসী। কাঁকসা ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে জানা গেছে, পানাগড় কমিউনিটি সেন্টারে কোয়ারেন্টাইনে থাকা এক পরিযায়ী শ্রমিকের শরীরে কোভিড-১৯ পজেটিভ পাওয়া গেছে। খবর চাউর হতেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কাঁকসা বিএমওএইচ বিপ্লব কুমার মন্ডল জানান,' আক্রান্ত ওই শ্রমিককে কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার সংস্পর্শে থাকা সকলের সোয়াব নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ১৪ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।' এদিকে শনিবার সকাল থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়। জানা গেছে ওই শ্রমিকের বাড়ী পানাগড় রেলপারে। মুম্বাইয়ে কাজ করত। সম্প্রতি কয়েকজন সেখান থেকে লরিতে করে হাজারিবাগ এবং সেখান থেকে গাড়ী ভাড়া করে পানাগড়ে ফেরে। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের পানাগড় কমিউনিটি সেন্টারে কোয়ারেন্টাইনে রাখে। কোভিড পজেটিভের হদিশ মিলতেই প্রশাসনিক উদ্যোগে দমকলের সহযোগিতায় গোটা এলাকা স্যানিটাইজেশন করা হয়। স্যানিটাইজের কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা-পরিষদের সহ-সভাপতি সমীর বিশ্বাস। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক অনির্বান কোলে জানান,' কমিউনিটি সেন্টার ছাড়াও আশপাশের এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়েছে।'

আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি : মমতা

কলকাতা, ২৩ মে (হি স): ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত গোটা বাংলা। আমফানের দাপটে তছনছ হয়ে গেছে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা। বিভিন্ন জায়গায় নেই বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ দাবিতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকেই দেখাচ্ছে বিক্ষোভ। এর পরেই শনিবার নবান্ন থেকে বৈঠক করে "আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি" এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "জাতীয় বিপর্যয় থেকে বড় ক্ষতি।লক্ষ লক্ষ মানুষের থাকার জায়গা নেই।এক কোটি মানুষ গৃহহীন।বিদ্যুৎ না থাকায় মানুষের সমস্যা হচ্ছে।আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি। আমাদের অনেক কষ্ট করে চলতে হচ্ছে। দুর্যোগ যখন আসে তখন সহ্য করতে হয়।দয়া করে ধৈর্য ধরুন।মানুষকে কাছে আমার আবেদন দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন"।

এর পরেই বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন " এখন রাজনীতি করার সময় নয়। এখন ক্ষুদ্র রাজনীতি করবেন না। সব রাজনৈতিক দলের কাছে আমার আবেদন শান্ত থাকুন ক্ষ্যান্ত দিন "।

লকডাউনে মানষিক অবসাদ কাটাতে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়ে উৎসাহিত করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন, ২৩ মে(হি. স.): লকডাউনে মানষিক অবসাদ কাটাতে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনিয়ে বয়স্কদের আনন্দ দিলেন বিশ্বভারতীর কর্মী অধ্যাপকরা। পাশাপাশি, বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে ফল, শুকনো খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে দীর্ঘ দিন ধরে চলছে লকডাউন। এই লকডাউনে অনেকেই মনের অবস্থা ঠিক নেই। মানষিক অবসাদে ভুগছেন শিশু ও বৃদ্ধরা। তাই এদিন শান্তিনিকেতন সংলগ্ন একটি বেসরকারি বৃদ্ধাশ্রমে যান বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। প্রায় ১০০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন এখানে। তাদের মানষিক অবসাদ কাটাতে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের পড়ুয়ারা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনান।রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে আনন্দে উৎসাহিত হয়ে ৮৪ বছরের এক বৃদ্ধা প্রণতী লাহিড়ী সকলের সামনে নৃত্য পরিবেশন করেন। একই ভাবে ৬৪ বছরের এক বৃদ্ধা তাপসী রায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শুধু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া নয়, মানসিক অবসাদ কাটাতে রবীন্দ্র সঙ্গীত সকলের মনে প্রান সঞ্চার করল। ঐ বৃদ্ধাশ্রম আজ এই ভাবেই বিশ্বভারতীর তরফে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করা হয় এদিন। এছাড়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হাতে বিভিন্ন ফল, শুকনো খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন উপাচার্য। ছিলেন, বিশ্বভারতীর অন্যান্য আধিকারিক, কর্মী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা।

ঝাড়্গামে আমফানের ক্ষয়ক্ষতির খবর নিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঝাড়্গাম, ২৩ মে (হি.স.):আমফান ঘুর্ণীঝড়ে ঝাড়্গাম জেলার ক্ষয়ক্ষতির খোঁজ খবর নিতে এসেছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শনিবার ঝাড়্গাম জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, জেলা পরিষদের সভাধিপাতি ও কর্মাধক্ষদের নিয়ে একটি বৈঠকের পর একথা বলেন পার্থবাবু।

এদিন তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকের অবস্থা সমীক্ষা করার পর তাদের পূর্নবাসন এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে। রাজনৈতিক যুদ্ধ নয়।করোনা, আমফানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন। দলীয় সংকীর্নতার উর্দ্ধে উঠে এখন কাজ করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন আমফানের রাজ্যের অন্যান্য জেলার তুলনায় ঝাড়গ্রামের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেশ কম। এদিন বৈঠক শেষে পার্থবাবু দলের জেলার কোর কমিটির সদস্য, বিধায়কদের সাথে মিলিত হন। এর পরেই তিনি জনসাধারণের কমিটির প্রাক্তন নেতা ছত্রধার মাহাতো এবং তার স্ত্রী নিয়তী মাহাতোর সাথে আলাদা ভাবে দেখা করেন এবং কথা বলেন জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ আধিকারিকের উরস্থিতিতে।

উল্লেখ্য, আলফান ঘুর্নীঝড় এবং বৃষ্টির জেরে ঝাড়গ্রাম জেলায় অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির থেকে চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

এদিন পার্থবাবু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঝাড়গ্রামে এসেছি। ঝাড়গ্রাম ক্ষয়ক্ষতি অন্যান্য জেলা থেকে তুলনায় কম। বেশি চাষের ক্ষতি হয়েছে। একষট্টি শতাংশের উপর চাষে ক্ষতি হয়েছে। যেখানে মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙেছে, অ্যাসবেসটস উড়ে গিয়েছে জেলা শাসক, পুলিশকে বলেছি সমীক্ষার

ছয়ের পাতায়

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ২৩।। উজান থেকে ভেসে আসা লাকড়ি কুড়াতে গিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে কালা মিয়া (৩৮) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে সিলেটের সীমান্তবর্তী গোয়াইঘাট উপজেলার জাফলং জিরো পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কালা মিয়া উপজেলার পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের কান্দুবস্তি গ্রামের বাসিন্দা। গোয়াইনঘাট থানার ওসি-তদন্ত হিল্লোল রায় এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, এদিন পাহাড়ি ঢলে ভেসে আসা লাকড়ি কুড়াতে নৌকা নিয়ে পিয়াইন নদীর জাফলং জিরো পয়েন্টে যান কালা মিয়া। এক পর্যায়ে ভারত সীমান্তে ঢুকে গেলে বিএসএফ তার দিকে গুলি ছুঁড়ে। গুলিটি তার মাথায় লেগে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, খবর পেয়ে তার নেতৃত্বে গোয়াইনঘাট থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এদিকে, খবর পেয়ে বিজিবির ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা গেছে।

কনটেইনমেন্ট জোন মুক্ত কাছাড় জেলার দশটি গ্রাম

শিলচর (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : কনটেইনমেন্ট জোন মুক্ত হয়েছে কাছাড় জেলার বিভিন্ন রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত দশটি গ্রাম। ওই দশটি গ্রামকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু গত ১৪ দিনে এই এলাকাগুলি থেকে নতুন কোনও কোভিড-১৯ আক্রান্তের তথ্য না পাওয়ায় প্রিকশনারি কনটেইনমেন্ট জোন থেকে মুক্ত করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ওই এলাকাগুলি যথাক্রমে শিলচর সদর রেভিনিউ সার্কলের বেরেঙ্গা তৃতীয় খণ্ড গ্রাম, তারাপুর পঞ্চম খণ্ড এবং চিরুংকান্দি। উধারবন্দ সার্কলের দুর্গানগর ষষ্ঠ খণ্ড, দয়াপুর দ্বিতীয় খণ্ড। লক্ষ্মীপুর জিরিঘাট এলাকার মাখননগর, এবং সোনাই সার্কলের দিদারখুশ, বাহরিকান্দি, সইদপুর ও কাজিডহর।

কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি স্বাক্ষরিত এক আদেশে ওই দশটি গ্রামকে প্রিকশনারি কনটেইনমেন্ট জোন করার পূর্ববর্তী নির্দেশ প্রত্যাহার করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৬ মে রাজস্থানের আজমির শরিফ থেকে আরজে ২৭ পিবি ৭০৭১ নম্বরের যাত্রীবাহী বাসে

ছয়ের পাতায়

সঙ্কটের সময়ে বন্ধু রাষ্ট্র মরিশাসকে সহায়তা দেওয়া ভারতের কর্তব্য: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগন্নাথ-র সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় ভারত এবং মরিশাসের মানুষের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেন, এই সংকটের সময়ে বন্ধুদের সহায়তা দেওয়া ভারতের কর্তব্য।

মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী জগন্নাথ ঘূর্ণিঝড় আমফান-এ ভারতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তিনি "অপারেশন সাগর" এর অংশ হিসাবে ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজ "কেশারি" মরিশাসে পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কোভিড -১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মরিশাসের স্বাস্থ্য কর্মীদের সহায়তা করার জন্য ওষুধের চালান এবং একটি ১৪ সদস্যের মেডিকেল দল নিয়ে জাহাজটি মরিশাসে পৌঁছেছিল।

প্রধানমন্ত্রী জগন্নাথের নেতৃত্বে কোভিড -১৯ এর বিরুদ্ধে মরিশাসের গৃহীত ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এরই ফলস্বরূপ, গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কোনও নতুন করোনা আক্রান্তের ঘটনা ঘটেনি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী পরামর্শ দেন, মরিশাস-র করোনা মোকাবিলায় গৃহীত পদ্ধতিগুলি নিয়ে একটি দলিল তৈরি করা হোক।

ওই দলিল আগামী দিনে অন্যান্য দেশগুলিতে, বিশেষত দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলির জন্য একই ধরনের স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় সহায়ক হবে।

দুই রাজনেতা এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

এর মধ্যে মরিশাসের আর্থিক ক্ষেত্রকে সহায়তা করার জন্য এবং মরিশাসের যুবকদের আয়ুর্বেদিক ওষুধ অধ্যয়ন করতে সক্ষম করার ব্যবস্থা আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

তেলেঙ্গানায় নতুন করে করোনা য় আক্রান্ত ৬২

হায়দরাবাদ, ২৩ মে (হি. স.): তেলেঙ্গানায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৬২ জন আক্রান্ত হয়েছে।এদের মধ্যে ৪২ জন হায়দারাবাদ পৌর নিগমের বাসিন্দা। রঙারেডি জেলায় আক্রান্ত এক।বাকি ১৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক। রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বেড়েই চলছে।সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত ১১৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২ জন নতুন আক্রান্ত হওয়ায়।আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭০০। শুক্রবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭ জন। সবমিলিয়ে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা ১০২৩।রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮।

বিহারে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬১

পাটনা, ২৩ মে (হি. স.) : বিহারে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬১।ফলে রাজ্যজুড়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৬৬। শনিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে বক্সারে ১৩, খাগারিয়ায় ৯, গয়া ৭, পূর্ব চম্পারণে ৬, ভাগলপুরে ৫, পশ্চিম চম্পারণে ৫, সিতামারিতে ৫। বেগুসারাই, মুজাফফরপুর, মুঙ্গেরে আক্রান্ত ৩। আরয়াল ও কাইমুরে আক্রান্ত একজন। বক্সারে যারা নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন এক বছরের শিশু ও অপর জন সাত বছরের শিশু কন্যা। রাজ্যজুড়ে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬২৯। করোনায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১৮৬। এখনও পর্যন্ত ৫৮৯০৫ জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। পাটনা, ভাগলপুর, মুজাফফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা কেন্দ্রগুলোতে এই পরীক্ষা হয়েছে।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স সহ ২৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীর একান্তবাস

শিলচর (অসম), ২৩ মে (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন ২৫ জন ডাক্তার, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীকে একান্তবাসে (কোয়ারেন্টাইন) নেওয়া হয়েছে। মোট ২৫ জনের মধ্যে ১১ জন ডাক্তার, ৪ জন নার্স, একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান সমেত বাকি ১০ দশ স্বাস্থ্যকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার অ্যাপেন্ডিক্সের সমস্যা নিয়ে বদরপুরের জনৈক খলিলুর রহমান নামের রোগী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওই রোগী। সোয়াব নমুনা পরীক্ষার পর তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। তার পরই গতকাল রাতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর রোগীর সংস্পৃষ্ট ডাক্তার, নার্সদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বিক্ষোভের মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে গড়হাজির অভিষেক

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকে এদিন যোগ দেওয়ার কথা ছিল বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের। সেই মতই বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়ে বৈঠকে পৌঁছতে পারলেন না তিনি। বিষয়টি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও। সুপার সাইক্লোন আমফানের পর যে পরিমাণে বিভিন্ন জায়গা বিপর্যস্ত হয়েছে তা এখনও ঠিক হয়নি। এর জেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাই বিভিন্ন এলাকায় চলছে জল ও বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ। শনিবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার সময় বেহালায় এমনই এক বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ঠাকুরপুকুর ও এলাকায় বিক্ষোভের মুখে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে পড়ে তার গাড়ি। এসে তাকে বারবার আবেদন জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে গোটা বিষয়টি জানানোর পর মুখ্যমন্ত্রী তাকে সেখান থেকেই ফিরে যেতে বলেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অভিষেক আসতে পারেনি। ওর গাড়ি আটকে গিয়েছিল বিক্ষোভে। রাস্তা অবরোধ হচ্ছিল, ও জানাল। আমিই ওকে বললাম ফিরে যেতে। তবে ওর এলাকায় কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা জানিয়েছে।' তবে এদিন শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শান্ত থাকুন। বিক্ষোভ দেখালে আরো কাজ করতে দেরি হবে।'

আমেরিকা ফেরত ২২ জনের শরীরে পাওয়া গেল করোনা

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.): সদ্য আমেরিকা থেকে ফেরত ৭৬ জন প্রবাসীদের মধ্যে ২২ জনের মধ্যে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। শনিবার এদের লালারসের নমুনার রিপোর্ট আসে। আক্রান্তরা প্রত্যেকেই হরিয়ানার বাসিন্দা। বর্তমানে তাদের কোয়ারেনটিনে রাখা হয়েছে। তাদের সংস্পর্শে আসাদেরও চিহ্নিত করার কাজ চলছে। দুই দিন আগে এই সকল প্রবাসীরা বিদেশ থেকে দেশে ফেরে।পঞ্জাবের অমৃতসরে তারা অবতরণ করে সেখান থেকে তাদের পাচকুলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমন পাওয়ার ফলে চিন্তিত হরিয়ানার স্বাস্থ্য মন্ত্রি অনিল ভিজ।

আমফান সামাল দিতে বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল গঠন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,২৩ মে (হি স):ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত গোটা বাংলা। আমফানের তাণ্ডবে কলকাতাসহ জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমফানের তাণ্ডব সামাল দিতে দুর্গত এলাকাগুলির পুনর্গঠনের জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল গঠন রাজ্য সরকারের।শনিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমফানের জেরে রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমফানের তাণ্ডব সামলে দুর্গত এলাকাগুলির পুনর্গঠনের জন্য এবার বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল গঠন করল রাজ্য সরকার । এর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডিজাসস্টার ম্যানেজমেন্ট অথোরিটি গঠিত হয়েছে।যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন। তাই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি গঠন।

আমফান মোকাবিলায় রাজ্যের সেনা চাওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৩ মে (হি স): আমফান তাণ্ডবে বিপর্যস্ত গোটা বাংলা। ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে তছনছ হয়ে গেছে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা। ঝড় থেমেছে তিন দিন কেটে গেলেও এখনো স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। আর তাই শনিবার টুইট করে সেনাবাহিনীর, রেল, বন্দর সাহায্য চাইলো রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর। এর পরেই টুইট করে রাজ্যের সেনা চাওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

টুইট করে রাজ্যপাল লিখেছেন, ”রাজ্য সরকার সেনার থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েছে । এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয় । জনগণের কাছে এই কঠিন সময়ে ধৈর্য রাখার ও শান্ত থাকার অনুরোধ । প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যুত সহ সমস্ত পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে ”।

আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি উদ্ধারের কাজে নামানো হল সেনা

কলকাতা, ২৩ মে (হি.স.): কাজের আবেদন মেনে নিয়ে শহরে আমফানের পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সেনা নামানো হল। শনিবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের আবেদনের সাড়া দিয়ে রবীন্দ্র সরোবরে নামল সেনা। শুরু হল আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি উদ্ধারের কাজ।

শনিবার টুইট সেনাবাহিনী, রেল , বন্দরের কাছে সাহায্য চেয়েছিল রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর। টুইট করে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে লেখা হয়েছে, রাজ্যে আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা-সাতদিন কাজ করে চলেছে সমস্ত কর্মীরা। কিন্তু আরও কর্মীর প্রয়োজন। আর সেজন্যে সেনা, রেল এবং বন্দর কতৃপক্ষের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন।

এর পরেই এদিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়, দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, রাজারহাট-নিউটাউন, বেহালা ডায়মন্ড হারবার মিলিয়ে মোট পাঁচ জায়গায় সেনা নামানো হয়েছে। এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফের কর্মীদের সাহায্য করতে সেনা, বন্দর এবং রেলওয়ের তরফে সাহায্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে দফতরের তরফে নামানো হল সেনা।

জেলার দশটি গ্রাম

পাচের পাতার পর

যারা কাছাড়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে শোণিতপুর জেলার গাড়িচোর ফরিদুল ইসলামের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষার ফলাফলে কোভিড ১৯ পজিটিভ পাওয়া গিয়েছিল। ওই গাড়িতে করে আগত অন্যান্য যাত্রীরা নিজেদের ঘরে ফিরে গেলেও রাতারাতি প্রশাসন তাদেরকে নিয়ে এসে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে থ্রোট সোয়াব টেস্ট করানো হয়। এতে রিপোর্ট আসে আরও ৯ জন কোভিড পজিটিভ। তখন জেলাশাসক ওই সব গ্রামকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রাইভেট বাস চালানোর আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ মে (হি স):করোনা সংক্রমন এড়াতে শহর জুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। এরই মাঝে ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে তছনছ হয়ে গেছে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা। গাছ পরে বিভিন্ন জায়গায় নেই বিদ্যুৎ।এরই মাঝে শনিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রাইভেট বাস মালিকদের কাছ বাস চালানোর আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লকডাউনের মাঝে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে সরকারি বাস।কিন্তু ভাড়া না বাড়ানো হলে পথে নামতে নারাজ বেসরকারি বাস।কিন্তু এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”প্রাইভেট বাসকে অনুরোধ দয়া করে বাস চালান। এখন আপনারা মানুষের পাশে থাকবে না তো কখন থাকবেন”।

এরপরেই আমফান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ” সারা বাংলায় ১০০০ লোক কজে নেমেছে।সিএসসি কে বলেছি দ্রুত কাজ সারতে। ইতিমধ্যে ৮০ থেকে ৯০ টা জেনারেটর যোগার করতে পেরেছি। বড় গাছ কাটতে দক্ষ কর্মী নেই। এটি করোনা থেকে অনেক বড় বিপর্যয়।গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হয়েছে প্রশাসন ব্যস্ত ছিল। মাত্র দু”দিনের মধ্যে সব স্বাভাবিক করা সম্ভব? অন্যান্য রাজ্যে বিপর্যয়ের পর কত সময় লেগেছিল! আমি নিজে সিএসসির মালিকের সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছি।ওরা আমাকে বলেছে আমাদের ম্যানপাওয়ার নেই।লকডাউন চলছে ৭৫ শতাংশ দোকান বন্ধ। ট্রেন বন্ধ বাস বন্ধ”।

ঘর থেকেই পালন করুন ঈদ, হাতজোড় করে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ভীত শহরবাসী। করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন।এই লকডাউনের মাঝেও করছে একাধিক পরব। সামনে ঈদ। তবে, ”ঘর থেকেই পালন করুন ঈদ” শনিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাতজোড় করে আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ” আপনাদেরকে আগাম ঈদের শুভেচ্ছা। তবে হাতজোড় করে আপনাদের কাছে মিনতি। আমাকে যদি আপনার একটুও ভালোবাসেন তবে বাড়িতে বসে ঈদ পালন করুন। বাড়ি থেকেই প্রে করুন।আমি বছরে একদিন মা কালীর বাড়ি যাই। পয়লা বৈশাখের আগের দিন। কিন্তু এইবার প্রথম লকডাউনের কারণে আমি যেতে পারিনি। মা কালী র দর্শন পাইনি। আল্লাকে আপনারা ঘর থেকে বসেই প্রে করুন। আল্লা আপনাদের কথা শুনবে।লকডাউন চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যে কোনও ধর্মীয় জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই বাড়িতে বসেই এবার ঈদ পালন করুন। করোনা রুখতে ঘরে থাকা দরকার। বাঙালিরাও এবার নববর্ষ পালন করতে পারেননি। বাসন্তি পুজো, রামনবমী পালন করা হয়নি। কিন্তু কী করা যাবে। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ঘরে থাকতেই হবে”।

আজ বিলোনীয়া ও বিশ্রামগঞ্জ থেকে যাত্রা করবে দুটি শ্রমিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ মে।। রাজ্য থেকে আরও দুটি শ্রমিক ট্রেন আগামীকাল বহিঃরাজ্যে যাত্রা করবে। বিলোনীয়া থেকে ধুবরি পর্যন্ত একটি ট্রেন যাবে। ট্রেনটি ছাড়বে বিকাল পাঁচটায়। অন্যদিকে আরও একটি ট্রেন আগামীকাল দুপুর বারোটায় বিশ্রামগঞ্জ থেকে যাত্রা করবে এবং নওয়াদা পর্যন্ত যাবে ট্রেনটি। এই দুটি ট্রেনেই ২৪টি কোচ থাকবে বলে জানা গিয়েছে এনএফরেলওয়ের তরফ থেকে। এন এফ রেলওয়ে ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরকে অবহিত করেছে শ্রমিক ট্রেনে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক যাত্রা করবে তাদের অবহিত করার জন্য।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

জেগে পাহারা দিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সীমান্ত গ্রামগুলিতে প্রতিরাতেই বাংলাদেশী চোর হানাদারি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। চোরের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার জন্যই এলাকার জনগণ রাত জেগে পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

কি লকডাউন বড় ?

দুইয়ের পাতার পর

হাইপারটেনশন, কার্ডিওভাস্কুলার ডিসঅর্ডার, ওবিসিটি, ক্যান্সার। এরা ছাড়া বাকি আশি শতাংশ মানুষ বুঝতেই পারবেন না করোনার স্পর্শ। তখন চিৎকার করে মানুষ হার্ড ইমিউনিটির জয়গান হাইবেন। লকডাউন তুলে দিয়ে বরং চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হোক। একটি শ্রেণি করুক করোনার চিকিৎসা, অন্যটি করুক অন্যান্য রোগের রোগীদের চিকিৎসা, যা করোনা, করোনা করে বন্দ হয়ে আছে। তৃতীয় বিভাগটি থাকুক ভবিষ্যতের জন্য। কোভিড হাসপাতাল চিহ্নিতকরণ করে, বাকি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকুন অন্য রোগীরা, যাঁদের এই মুহূর্তে কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। বর্তমানে যাঁদের মৃত্যুর হার করোনা রোগে মৃত্যুর হারের অনেকগুণ বেশি। তাহলে লকডাউনের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকে কী? কোনও কেটি জায়গায় নতুন করে করোনা রোগী মিললেই সেখানে দেওয়া হচ্ছে বজ্রআঁটুনি। লকডাউনের উদ্দেশ্য কি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পরিষ্কার ? শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে জনগণের পায়ে বেড়ি পরাতেই লকডাউন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পাচের পাতার পর

পর ত্রিপল, অ্যাসবেসট যাতে তুলে দেওয়া হয় পরিবার গুলিকে কে।বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন, শৌচাগার, জলের ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।আদিবাসী, শবর সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার গুলি যাদের বাড়ি পরে যেতে পারে তা দেখতে বলেছি। ঝাড়গ্রাম জেলায় আমফানের ফলে কোন মৃত্যু হয় নি। দুটি আক্রমন থেকে এই জেলা প্রায় মুক্ত।” অনেক ক্ষত্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রামে ঠাঁই না হওয়ায় তাদের জল, বৃষ্টির মধ্যে তাঁবুতে থাকতে হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পার্থবাবু বলেন, তালিকা দিলে আমরা ব্যবস্থা করব।”

তার পাশাপাশি তিনি বলেন“ সমীক্ষ করে তাদের পূর্নবাসন এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করা হবে।” এদিন এর পরেই পার্থবাবু দলের জেলা কমিটির সদস্য, বিধায়ক, বিভিন্ন ব্লক সভাপতিদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই বৈঠকে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার পাশপাশি মানুষ যাতে ঠিকমত ত্রান পান তার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এরপরেই তিনি ছত্রধর এবং তার স্ত্রী নিয়তী মাহাতোর সাথে একটি বৈঠক করেন।

সম্প্রতি ছত্রধর বাবুর স্ত্রী নিয়তী মাহাতো ওয়েস্ট বেঙ্গল সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার বোর্ডের সরকারি নমিনি সদস্য হয়েছেন।এদিন এই বৈঠকের পর নিয়তী মাহাতো বলেন “ কিভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে কথা হয়েছে।জেলা শাসক কিভাবে কাজ শুরু হবে তার পুরো বষয়টি বুঝিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন।” ছত্রধর মাহাতো বলেন, “ এদিন ওই বিষয় নিয়েই কথা হয়েছে।রাজনৈতিক কোন কথা হয় নি।”

এদিন ওই বৈঠক শেষে তৃণমূলের ঝাড়গ্রাম জেলা সভপতি বিরবাহা সোরেন টুডু আলাদা ভাবে সস্ত্রীক ছত্রধর মাহাতোর সাথে কথা বলেন।এর থেকে ছত্রধর মাহাতোর শাসক দলে যোগদানের বিষয় নিয়ে আবারও জল্পনা শুরু হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ছটি ব্লক এবং ঝাড়গ্রাম পুরসভা এলাকায় ঝড়ের প্রভাব পড়েছে।জেলার সাতাশটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।গ্রাম এবং পুরসভা মিলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে১১৪টি জায়গা। আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে৮৫০৮। পাকাবাড়ি ১৬টি এবং কাঁচা বাড়ি৭৩৩ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক জনগনের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

ত্রাণ বন্টন করতে গেলে নেতা কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছেঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে ত্রাণ বিলি করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস। শনিবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পিযুষ বিশ্বাস জানান, এই সমস্ত হামলার ঘটনার সাথে বিজেপির দুর্বৃত্তরা জড়িত। ত্রাণ বিলি করার খবর পাওয়া মাত্রাই বিজেপির ওইসব দুর্বত্তরা হামলা হুজ্জতি চালায়। তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনারই এফআইআর করা হয়েছে হামলাকারীদের নামধাম জানিয়ে কিন্তু, কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন স্থানে হামলার শিকার হয়ে যেসব কংগ্রেস কর্মীরা আহত হয়েছেন তাদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা পর্যন্ত করা হচ্ছে না। হাসপাতালে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। গুরুতর আহত হলেও ভর্তি রাখা হচ্ছে না কিংবা অন্যকোন হাসপাতালে রেফারও করা হচ্ছে নাা। এনিয়ে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ ব্লকের বিভিন্ন স্থানে ত্রান সামগ্রী বন্টন করতে গিয়ে শাসক বিজেপি দলের কিছু নেতা কর্মীদের দ্বারা বাধার সম্মুখীনের পাশাপাশি আক্রান্ত কংগ্রেস দলের নেতারা। আক্রমনকারীদের নামধাম দিয়ে এমনই অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস।

তিনি আরো বলেন সর্ব দলীয় এক সভাতে মুখ্যমন্ত্রী যে কোন রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে ত্রান সামগ্রী বিতরন করতে পারবে এই কথা বলার পরও কি করে উনার দলের কর্মীরা বিরোধী দলকে ত্রান সামগ্রী বিতরনের কাজে বাধা দিচ্ছে। তাহলে কি বুঝা যায় মুখ্যমন্ত্রীর দলের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেছে। এই প্রশ্ন তোলে ত্রানে বাধাদান কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

শুক্রবার সকালে ঋষ্যমুখ বিধান সভা কেন্দ্রের কৈলাস নগর , জয়পুর ও ত্রান সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে বিজেপি দলের কিছু কর্মীরা বাধা দেয়।এই বাধাকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস দল সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করে কিন্তু এরপরেই ত্রান নিতে আসা মানুষদের এবং এলাকার কংগ্রেস দলের কর্মীদের আক্রমন করে অভিযোগ তুলে বলেন রাজনৈতিক বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অন্যান্য দলকে কাজ করতে দিচ্ছে না।

হাত সাফাই

● প্রথম পাতার পর

টিএসআর ক্যাম্প থেকে খবর দেওয়ার পর দোকানের মালিক ছুটে গিয়ে দেখেন দোকানের পেছনের দরজা ভেঙ্গে চোরেরা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে এবং তারপর আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি সেখানে ব্যবসা করে চলেছেন। এর আগেও একাধিকবার তার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি সেখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন বহুবার। কিন্তু প্রশাসনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সেখানে বহু কষ্ট স্বীকার করেও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দোকানের মালিক চন্দন সাহা জানান প্রায় ৭লক্ষ টাকার জিনিসপত্র চুরি করেছে এবং আগুনে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন নগর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনগণ টিএসআর ক্যাম্পের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। টিএসআর ক্যাম্প তৎপর থাকলে ক্যাম্পের নাকের ডগায় এধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটতো না বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। আজ বিকেলে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

ডাঃ ভুটিয়া বলেন, এখন ওই বাস চালকেরও পরীক্ষা করা হবে। প্রসঙ্গত, সিকিম দেশের অন্যতম রাজ্য যেখানে কালকে পর্যন্ত কোনও করোনা-য় সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়নি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন শুধু নাগাল্যান্ডে কোন করোনা আক্রান্ত রোগী নেই। এছাড়া, অসম, ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশে করোনা সংক্রমিত পাওয়া গিয়েছে। এদিকে, গতকাল পর্যন্ত অবস্থা বিবেচনায় সিকিম সরকার ১৫ই জুন থেকে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা জানিয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

টাকা এবং ২৫০ এর বেশী হলে ৫০০০ টাকা করে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এজন্য মোট ব্যয় হবে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। কুক-কাম হেল্পারদের হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক বাবদ ব্যায়হবে ২৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। জলের ট্যাঙ্ক ক্রয় করা বাবদ ব্যয় হবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এই সবগুলি প্রক্রিয়া ৬ জুনের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

খবরপেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। অবশেষে আজ সন্ধ্যাবেলায় সুখচাদ মুন্ডার মৃত দেহ ঘটনাস্থলথেকে উদ্ধার করে মনয়াতদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসাহয়। ঘটনার বিবরন জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান সুখচাদ মুন্ডার মামা। কিন্ত মৃত্যুর কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। আসলে এটি কি হত্যা না কি আত্মহত্যা এই নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন জাগছে লোকমনে।

মাহারাষ্ট্র

● প্রথম পাতার পর

ধলাই জেলায় নেমেছে ৩৩৭ জন। পশ্চিম জেলায় নেমেছেন ৬৫৯৯ জন। এদের মধ্যে থেকে ৮২৬৫ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে এবং ১৫ জন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। চেন্নাই থেকে আগত ৫ জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এবং তাদের চিকিৎসা চলছে। মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, লকডাউন ঘোষণার পর ট্রেনে এবং চুড়াইবাড়ি গেইট দিয়ে রাজ্যে মোট এসেছে ১৭৯৫৩ জন। তিনি জানান, এখন পর্য/ন্ত ২৩৪১৮ জন সার্ভেলেন্সে ছিল। তারমধ্যে ১৪ দিন সময়কাল শেষ করেছে ১৫৭৩৬ জন। তিনি জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যে ৩৯৭ জন। এরমধ্যে ১১৬ জন ট্রাক ড্রাইভার, ৩ জন চিকিৎসার জন্য বর্হিরাজ্যে গিয়েছিল এবং ২৭৮ জন আটকে থাকা মানুষজন। আজ দামছড়া দিয়ে ১২ জন রাজ্যে এসেছে বলে তিনি জানান। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গতকাল ও আজকে দু'দিনে ও এন জি সি'র ৮৬ জন কর্মী বিমানে করে রাজ্যে এসেছে। বিমানে ওঠার আগে তাদের সকলেরই করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট রয়েছে। রাজ্যে আসার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তারা ড্রিলিং সাইটে যোগদান করেছেন। সেখানেও তাদের নিজস্ব মেডিক্যাল টিম রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ আমবাসা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের নিয়ে একটি ট্রেন ছেড়েছে। ২৪ মে বিশ্রামগঞ্জ থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে ১৫৮৪ জন যাত্রী নিয়ে আরেকটি ট্রেন ছাড়বে। ২৫ মে, ২৬ মে ও ২৮ মে বিহার, রাঁচি ও ঝাড়খণ্ডে উদ্দেশ্যে রাজ্য থেকে শ্রমিকদের পাঠানোর জন্য ট্রেন চালানোর প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে আটকে পড়া ১০৫ জন ২৮ মে আখাউড়া চেকপোস্ট দিয়ে রাজ্যে ফিরবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্হিরাজ্য থেকে ট্রেনে রাজ্যের যাত্রীদের আসা বাবাদ এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। যদিও চেন্নাই এবং হায়দরাবাদ থেকে যারা রাজ্যে এসেছেন তাদের জন্য রাজ্য সরকারকে কোন টাকা দিতে হয়নি। তিনি জানান, বর্হিরাজ্যে আটকে পড়া ৭০৪২ জনকে প্রথম দফায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৭২ হাজার ১৭০ টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ১২২৩ জনকে ৩৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯০০ টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে।

জারি

● প্রথম পাতার পর

নতুন নিয়মাবলী জারি করেছে কেন্দ্র সরকার। সেই সকল নতুন নিয়মাবলী জনগণ যাতে পালন করে তার জন্য আজ বিকেল বেলা উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তঘেঁষা কদমতলা প্রেমতলা ও চুড়াইবাড়ি বাজারে উত্তর জেলার জেলাশাসক রেবেল এইচ কুমার ও উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী যৌথভাবে সচেতনতামূলক রেইড করেন। সাথে ছিলেন এসডিএম, কদমতলা ব্লকের বিডিও, কদমতলা থানার ওসি, চুরাইবারি থানার ওসি সহ পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকগন। আজকের করোনা ভাইরাসের উপর সচেতনতামূলক রেইডের মূল বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ জনগণ মুখে মাস্ক না পরে জনসমাগমে যাওয়া, এক মোটরবাইকে দুইজন করে যাওয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা, যাত্রীবাহী গাড়িতে সামাজিক দূরত্ব না মেনে অধিক যাত্রী বহন করা ইত্যাদির উপর উত্তর জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে রেইড করা হয়। কদমতলা প্রেমতলা ও চুড়াইবাড়ি বাজারে প্রায় একশো জনকে ১০০ টাকা করে কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুসারে ফাইন করা হয় পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে।

পাশাপাশি আজকের এই সচেতনতামূলক রেইডের পর উত্তর জেলার জেলাশাসক রেবেল এইচ কুমার সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে জানান, আজকে প্রথমবারের মতো পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে মহামারী করোনা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ জনগণকে আরও সচেতন করার জন্য কেন্দ্র সরকারের নিয়ম ও নির্দেশ অনুসারে আজকে সচেতনতামূলক রেইড করা হয়। আগামী দিনেও তা জারি থাকবে বলে জানান জেলাশাসক।

প্রধান

● প্রথম পাতার পর

স্থানে ঘটে থাকে। তাঁর দাবি, যখন সীমান্তে কমান্ডার মোতায়েন পরিবর্তন হয় তখন এমন ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, সেনা কর্মকর্তা-দের দাবি, স্থানীয় কমান্ডারদের মধ্যে আলোচনা এ-বার সীমান্তে উত্তেজনা হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কূটনৈতিক মাধ্যমে অচলাবস্থা সমাপ্ত করার জন্য চেষ্টা চলছে।

জীবাণুনাশক স্প্রের কাজ

আটের পাতার পর

বেসরকারি বাস এবং যাত্রী প্রতীক্ষালয় সমস্ত জায়গায় একযোগে স্যানিটাইজেশনের জন্য জীবানুনাশক স্প্রে শুরু করে। দাঁড়িয়ে থাকা থাকা বাসগুলি জীবাণুনাশক স্প্রে করার পরে খুব শীঘ্রই সেগুলিকে রাস্তায় নামানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। সিউড়ি পৌরসভা শুধু বাসট্যান্ড ছাড়াও জেলা প্রশাসন অধিদপ্তর, বীরভূম জেলা পরিষদ ক্যাম্পাস, ডিএলআর অফিস, সি এম ও এইচ অফিস জুড়ে শুরু হয় জীবাণুনাশক স্প্রে।

আটকাল পুলিশ

আটের পাতার পর

এমনই কর্মসূচি ছিল রাজ্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। সেইমতো এদিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজের কাছে যেতেই বাধা। রাজ্য বিজেপি সভাপতি গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড করা হয়। যার জেরে রাস্তায় আটকে যায় আরও অনেক গাড়ি।

১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক

আটের পাতার পর

কিছু খাবার দেন। খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকেই আবার তারা হাঁটতে শুরু করে পাকুড়ের উদ্দেশ্যে। হরিদাস টুডু, পতিত পাবন টুটু, রবি কিসকুরা। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে সাঁইথিয়ায় একটি সেতুর ওপরে বসে পরে। সেখানেই তাদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মুড়ি তরকারি খেতে দেয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর পর তারা পাকুড়ের উদ্দেশ্যে রামপুরহাট এর দিকে হাঁটতে শুরু করে পাকা রাস্তা ধরে।

প্রাঙ্গন

মেসিদের ফেরার দিন ঠিক করে দিলেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

জার্মান বুন্দেসলিগা মাঠে ফিরেছে এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল। এরই মধ্যে দলগুলো এক-দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। দর্শকশূন্য মাঠে ফুটবলের বাইরেও 'প্রাণ' ফেরানোর নতুন নতুন পদ্ধতিরও দেখা এরই মধ্যে মিলেছে। আজ যেমন, নিজেদের মাঠে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গ্যালারিতে বড় বড় ব্যানার দিয়ে খালি আসনগুলো ঢেকে দিয়েছে ভলফসবুর্গ, আলাদা শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে হাজারো দর্শকের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনানোর ব্যবস্থাও করেছে। তাতে অবশ্য মাঠের ফলে তেমন লাভ হয়নি, দুই অর্ধে রাফায়েল গেরেরো ও আশরাফ হাকিমির গোলে ম্যাচটা ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ডর্টমুন্ড। তা জার্মান লিগ ফিরেছে, ইংলিশ লিগ জুনে ফেরার তোড়জোর চলছে। ইতালিয়ান লিগও ১৩ জুন ফেরাতে সব ক্লাব মত দিয়েছে, এখন শুধু সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষা। বাকি ছিল স্প্যানিশ লিগ, সেটিরও ফেরার সম্ভাব্য তারিখ জানা গেল আজ। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ জানিয়ে দিয়েছেন, ৮ জুন মাঠে ফিরবে লা লিগা। মেসি-বেনজেমাদের দেখার অপেক্ষা ফুরোচ্ছে।

এর আগে স্প্যানিশ লিগের প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের তেবাস ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ১২ জুন রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার মধ্যে 'সেভিল ডার্বি' দিয়ে ফিরতে পারে স্প্যানিশ লিগ। কিন্তু এ-ও বলে দিয়েছিলেন, সব নির্ভর করছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। সরকারের সিদ্ধান্তে তারিখটা আরও এগোলো। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজকে উদ্ধৃত করে স্প্যানিশ ক্রীড়াদৈনিক মার্কা লিখেছে, 'যা করা দরকার ছিল, স্পেন সেটা করেছে। এখন সবার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিদিনের অনেক কার্যক্রম ফেরানোর সময় চলে এসেছে। ৮ জুন থেকে লা লিগা মাঠে ফিরতে পারবে।'

করোনাভাইরাসের কারণে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়ার আগে লিগে সব দলের ২৭টি করে ম্যাচ শেষ হয়েছে। তাতে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বার্সেলোনা, ২ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় রিয়াল মাদ্রিদ। তিনে থাকা সেভিয়ার পয়েন্ট ৪৭, এক পয়েন্ট কম নিয়ে চারে রিয়াল সোসিয়েদাদ। সমান পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে এই মৌসুমের চমক গেতাফে। ছয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, ডিয়েগো সিমিওনের দলের পয়েন্ট ৪৫।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ স্পেন। ওয়ার্লর্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত স্পেনে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ লাখ ৮২ হাজার মানুষ। প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ হাজার ৬ শ-রও বেশি।

শাহরুখ খানের পাশে বসে আইপিএল দেখার অভিজ্ঞতা

কজন অভিনেতা বলিউড এতটা মাতাতে পেরেছেন তাঁর মতো! শুধু কি বলিউড, ক্রিকেটমনস্ক শাহরুখ খান মাতিয়েছেন ভারতের ক্রিকেটও। আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিকদের একজন তিনি। তবে দলকে সামনে থেকে সমর্থন দেওয়া বলতে যা বোঝায় সেটা খুব ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন! ক্রিকেটমনস্ক এই শাহরুখকে দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার।

আইপিএলের প্রায় প্রতিটি মৌসুমেই ইডেন গার্ডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ মানেই মাঠে শাহরুখের সরব উপস্থিতি। শুধু ইডেনেই নয়, শাহরুখ কলকাতার ম্যাচ দেখেছেন অন্য মাঠেও। একবার তো দলের সমর্থন করতে গিয়ে রুদ্র মূর্তিই ধারণ করেছিলেন শাহরুখ। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচটি দেখেছেন গাওয়ার। আর বলিউড তারকার সঙ্গে খেলা দেখেছিলেন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে।

সেই স্মৃতি আজও ভোলেননি ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। গ্লোফ্যানসের আয়োজন করা কিউ-টোয়েন্টিতে গাওয়ার বলেছেন, "গত বছর আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। কেকেআর ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ম্যাচ দেখার নিমন্ত্রণপেয়েছিলাম। আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তারপর রাতের খাবারের পর সোজা ইডেন গার্ডেনে ম্যাচ দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে।"

ইডেনের সেই ম্যাচের দিনই শাহরুখের সঙ্গে পরিচয় গাওয়ারের। সেই স্মৃতি নিয়ে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের কথা, "আমি যখন মাঠে পৌঁছাই, ম্যাচটি শেষের পথে। আমাকে সোজা শাহরুখের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে পরিচয়পর্বটা ছিল একদম নিয়ম মেনে পরিপাটিভাবে। এরপর আমি তাঁর পরিচয় পেলাম একজন অসাধারণ ক্রিকেট সমর্থক হিসেবে।"

গাওয়ারের মতো একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, ম্যাচের দিক থেকে সেটিও শাহরুখের মনোযোগ সরাতে পারেনি। এটাই বেশি মুগ্ধ করেছে গাওয়ারকে, "তাঁর মূল মনোযোগ ছিল ম্যাচে। সে এমন অবস্থায় ছিল না যে কোথাও এক জায়গায় আরাম করে বসে আমার সঙ্গে লম্বা সময় নিয়ে কথা বলবে।"

বার্সা না পারছে গিলতে না পারছে ফেলতে

"এখানে থাকো, দেখবে ক্লাবের সমর্থকেরা তোমাকে উৎসর্গ করে ভাস্কর্য বানাচ্ছে। কিন্তু বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ বা বায়ার্ন মিউনিখের মতো কোনো দলে যাও, তুমি সেখানে শুধুই আরেকজন খেলোয়াড় হয়ে থাকবে।"ঠিক তিন বছর আগে, ২০১৭ সালের মে মাসে ফিলিপে কুতিনহোকে কথাগুলো বলেছিলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। বার্সেলোনা তখন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে কুতিনহোকে লিভারপুল থেকে নিয়ে যেতে চায় বলে গুঞ্জন। লিভারপুলের সঙ্গে মাত্রই নতুন চুক্তি করা কুতিনহোকে তাই মনোযোগ ধরে রাখতে কথাগুলো বলেছিলেন ক্লপ।

কুতিনহো শোনেননি। আগস্টে প্রিমিয়ার লিগ মৌসুম শুরুর আগের দিন বার্সার প্রস্তাবেই টলে গিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকার। তখন লিভারপুল বিক্রি করেনি তাঁকে। কিন্তু ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ১৪ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের প্রস্তাব দেয় বার্সা, ওদিকে স্বপ্নের ক্লাবে যেতে কুতিনহোও উন্মুখ ছিলেন। কুতিনহোকে তাই বিক্রি করে দেয় বার্সা।

কিন্তু স্বপ্নের ক্লাবটা তাঁর জন্য এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন কুতিনহো?

বার্সার খেলার ধরণে "নাম্বার টেন" মেসিই। কুতিনহো লিভারপুলে যে ভূমিকাটায় উজ্জ্বল ছিলেন। বার্সায় সে সুযোগটা পাবেন না, জানাই ছিল। বার্সার ৪-৩-৩ ছকে কখনো ইনিয়েস্তার মতো মাঝমাঠের তিনজনের একজন, কখনো তিন ফরোয়ার্ডের বাঁ পাশে ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে খেলানো হয়েছে। কিন্তু লিভারপুলের মতো স্বাধীনতা তো আর পাননি। একটা দলে একজন খেলোয়াড় হয়তো নিউক্লিয়াস থাকেন, যাঁকে ঘিরে দলটা গড়ে ওঠে। মেসি থাকতে বার্সায় কোনো কোচ অন্য কোনো খেলোয়াড়কে সে জায়গা দেওয়ার কথা নয়। তর্কসাপেক্ষে সময়ের সেরা ফুটবলারের মানেই এমন!

লিভারপুলের মতো এখানে তাই আর "নিউক্লিয়াস" হওয়া সম্ভব ছিল না কুতিনহোর। জ্বলেও উঠতে পারেননি। ২০১৮ সালে আধা মৌসুমে লিগে ১৮ ম্যাচে তবু ৮ গোল করেছিলেন, গত মৌসুমে আরও অনুজ্জ্বল কুতিনহো৩৪ ম্যাচে গোল মাত্র ৫টি! শুধু কী গোল, কুতিনহো উল্টো যেন ছিলেন বার্সার খেলায় গতি কমে যাওয়ার অনেক বড় কারণ। যেন মাঝ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা নাবিক!

কিন্তু একদিকে তাঁর পারফরম্যান্সে পড়তি, অন্যদিকে তাঁর বেতন বছরে ১২ মিলিয়ন ইউরো। তারওপর বার্সা তাঁকে অনেক দাম দিয়ে কেনায় তাঁকে কম দামে বেচতেও পারছে না। আবার বার্সা যা চায়, সেই দামে কুতিনহোকে কিনতে অন্য ক্লাবগুলো আগ্রহী নয়। এই মৌসুমে তাই বায়ার্ন মিউনিখে ধারে পাঠানো হয়েছিল কুতিনহোকে। সঙ্গে শর্ত ছিল, বায়ার্ন চাইলে তাঁকে ১২ কোটি ইউরোতে মৌসুম শেষে কিনে নিতে পারবে।

বায়ার্নে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছেন বটে, ৩২ ম্যাচে কুতিনহো গোল করেছেন ৯টি, করিয়েছেন ৮টি। কিন্তু ছিলেন অধারাবাহিক। বায়ার্ন তাই তাঁকে অত দামে পাকাপাকিভাবে কিনছে না! বায়ার্ন চেয়ারম্যান কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে দুদিন আগে জার্মান পত্রিকা ডার স্পিগেলে বলেছেন, "ওই সুযোগটার (কুতিনহোকে কেনার) মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমি সেটা কাজে লাগাইনি।" যদিও আগামী মৌসুমে কুতিনহোর জন্য একটা আশা রেখে দিয়েছেন রুমেনিগে, "আমরা এরপর আগামী মৌসুমের পরিকল্পনা করব, দেখি সেখানে ওর জায়গা হয় কি না।"

পারফরম্যান্স তো আছেই, কুতিনহোর দামে ভাটা পড়বে করোনাভাইরাসের কারণেও। করোনার কারণে সব ক্লাবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি ধুঁকবে বলে পূর্বানুমান। দলবদলের বাজারে খেলোয়াড়দের দাম তাই কমবে। গুঞ্জন শোনা যায়, কুতিনহোর দাম নেমে আসতে পারে ৫ কোটিতে!

ওদিকে বার্সা আগামী মৌসুমে নেইমার ও লওতারো মার্তিনেজকে দলে আনতে চায়। কাতালান ক্লাবটির ইচ্ছা ছিল, কুতিনহো-রাকিতিচ-ভিদাল-ডেম্বেলেদের মতো খেলোয়াড়কে বিক্রি করে নেইমার-মার্তিনেজকে আনার অর্থের জোগাড় করতে পারবে। সেই পরিকল্পনা বুঝি ধাক্কা খেল! কুতিনহোর আকাশচুম্বী বেতন আর পাতালগামী পারফরম্যান্সের কারণে তাঁকে রাখতে চাইছে না বার্সা, আর পছন্দের দামে বিক্রিও করতে পারছে না। না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে!

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম কাদেনা কোপে অবশ্য বলছে, বার্সার নতুন কোচ কিকে সেতিয়েনের কুতিনহোকে পছন্দ, তাঁকে দলে রাখতে চান।

আবার ইংল্যান্ডের চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও লেস্টার সিটি কুতিনহোকে চায় বলে গুঞ্জন। ইংল্যান্ড থেকে আরও শোনা যাচ্ছে, কুতিনহো চান, আর কিছু না হলে চেলসিতেই যাবেন। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে কী আছে! হয়তো ক্লপের কথাটা না শোনার আফসোস এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় ব্রাজিলিয়ান প্লেমেকারকে।

লা লিগার '৯০ রেফারি রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক'

যুক্তি-তর্কটা বেশ চলে ভক্তদের মধ্যে। বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলেনার ভক্তরা। এক পক্ষ আরেক পক্ষের প্রতি রেফারির পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে থাকেন। এবার তা আরও জোরাল হতে পারে। লা লিগারই সাবেক এক রেফারির দাবি ৯০ শতাংশ রেফারি রিয়ালের সমর্থক।লা লিগার সাবেক রেফারি ইতুরালদে গঞ্জালেসের দাবি, স্পেনের ৯০ শতাংশ ম্যাচ অফিশিয়াল রিয়ালের সমর্থক। বাকি ১০ শতাংশ ঝুঁকে থাকে বার্সেলোনার প্রতি। তাহলে ইতুয়ার্দের কথা অনুযায়ী, লা লিগায় সব রেফারি শুধুই রিয়াল কিংবা বার্সার সমর্থক এবং সেখানে রিয়ালের প্রতি সমর্থকের হার অনেক বেশি।২০১২ সালে অবসর নেওয়ার আগে লা লিগায় ৩০০ ম্যাচ পরিচালনা করেন এই স্প্যানিশ। তাঁর যুক্তি, স্পেনে প্রচুর মানুষ রিয়ালের সমর্থক ছোট বেলা থেকে। এ বিষয়টি রেফারি হওয়ার পরও প্রভাব ফেলে বলে মনে করেন ইতুরালদে।স্প্যানিশ রেডিও "ক্যাডেনা সার" তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, রিয়াল-বার্সার প্রতি রেফারিদের সমর্থন কেমন থাকে? ইতুরালদের জবাব,"প্রায় ৯০ শতাংশ রেফারি রিয়ালের প্রতি ও ১০ শতাংশ রেফারি বার্সার দিকে টেনে থাকে। বার্সা পছন্দ করুক আর না করুক ৭০ শতাংশ স্প্যানিশ নাগরিক (কাতালুনিয়া বাদে) রিয়ালের সমর্থক।"ইতুরালদে নিজেকে অবশ্য নিরপেক্ষ বলেই দাবি করলেন। অন্তত মাঠে দায়িত্ব পালনের সময়। "আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে (রিয়াল-বার্সা) পাত্তা দেই না। সবাই জানে আমি অ্যাথলেটিকের ভক্ত। তবে মাঠে ওদের শাস্তি দিতে কিংবা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করিনি।"২০১৪ সালে এই রেফারি একবার বলেছিলেন, বেশিরভাগ রেফারি রিয়ালের সমর্থক। তবে সেই সংখ্যাটা কত তা বলতে পারেননি ইতুরালদে, "বেশিরভাগ রেফারি রিয়ালের সমর্থক। আমরা (রেফারি) তো মঙ্গল গ্রহ থেকে আসিনি। ফুটবল পছন্দ করেন বলেই আপনি রেফারি। আর ফুটবল ভালোবাসে কিন্তু পছন্দের দল নেই, এমন হয় না।"

সাকিব গুনছেন দুই রকম সময়ই

ধরুন হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল করোনাভাইরাস পরিস্থিতি। ভ্যাকসিন-ওষুধে বাজার সয়লাব। কোভিড-১৯ পুরোপুরি হার মেনে গেল মানুষ আর বিজ্ঞানের কাছে! জীবন হয়ে যাবে স্বাভাবিক। আর সবকিছুর সঙ্গে সচল হবে খেলাধুলা। তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, মুমিনুলরা তা-ধিন তা-ধিন করতে করতে মাঠে নেমে যাবেন। তবে একজন নামবেন নাসাকিব আল হাসান। তাঁর যে তখনো আরেকটি সময় গোনা শেষ হয়নি!

জুয়াড়ির কাছ থেকে অন্যায় প্রস্তাব পেয়েও সেটি আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে না জানিয়ে একটা খামখেয়ালিই করেছেন সাকিব। এখন সেটির দণ্ড দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তিনি বহিষ্কৃত আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত। বহিষ্কারাদেশের প্রায় সাত মাস অতিক্রান্ত। আর বাকি পাঁচ মাস। দুনিয়ার সব মানুষ যখন পৃথিবী থেকে করোনাভাইরাস নির্মূলের দিন গুনছেন, সাকিব তখন আরেক হাতের আঙুলের কর গুনে করছেন অন্য এক হিসাবমাঠে ফিরতে অপেক্ষায় থাকতে হবে আর কত দিন?

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফোনে সাকিব এই প্রতিবেদককে সেদিন মজা করেই বলছিলেন, 'আমি দিন গুনছি দুই রকমভাবে। একটা তো কবে করোনা শেষ হবে, আরেকটা হলো কবে আমার বহিষ্কারাদেশ শেষ হবে।' রসিকতাই ছিল। তবে তার মধ্যেই হতাশাটাও বোধ হয় কিঞ্চিৎ ফুটে উঠল!

গত বছরের ২৯ অক্টোবর আইসিসির নিষেধাজ্ঞা শোনার পর বাংলাদেশ দলের সঙ্গে সাকিব যেতে পারেননি ভারত ও পাকিস্তান সফরে। খেলতে পারেননি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজ। করোনার অভিশাপ পৃথিবীতে না এলে বহিষ্কারাদেশের এই সময়েই বাংলাদেশ দল পাকিস্তানে গিয়ে আরেকটি টেস্ট খেলে আসত। যেত আয়ারল্যান্ড সফরে, ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলত দুই টেস্টের সিরিজ। করোনার কারণে দুটোই এখন স্থগিত। এর পর শ্রীলঙ্কা সফর, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের হোম সিরিজ, এশিয়া কাপ এবং নিউজিল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সফর যদি হয়ও, সাকিবের যাওয়া হবে না। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ অক্টোবর থেকেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হলে সেখানেও শুরুর দিকে দর্শক হয়েই থাকার কথা তাঁর।

তবে করোনাভাইরাসের কারণে সবই এখন অনিশ্চিত। সাকিব তাই এই ভেবে সান্ত্বনা পেতেই পারেন যে, খেলা তো এখন কোথাও হচ্ছে না! কেউই খেলতে পারছে না! এভাবেই চলতে থাকলে এমনও তো হতে পারে, ক্রিকেট আবার মাঠে ফিরতে ফিরতে সাকিবের বহিষ্কারাদেশ শেষ। বাংলাদেশের হয়ে আর কোনো খেলাই মিস করতে হলো না তাঁকে!

ভাবনাটা মনে এলেও বেশিক্ষণ টেকে না। সাকিব তো জানেন, কাল থেকে খেলা শুরু হলেও তিনি এখনই মাঠে নামতে পারবেন না! সাকিবেরই কথা, 'আমার জন্য খুব কঠিন একটা সময় যাচ্ছে। যদিও বিশ্বের কোথাও এখন খেলা হচ্ছে না, তারপরও তো আমি জানি যে কাল থেকে খেলা শুরু হলেও আমি খেলতে পারব না!'

করোনাকালেও তাই না খেলতে পারার অস্বস্তিটা আছেই। সব ঠিক হলেই কি! তাঁকে তো আরও কিছুদিন 'শিকলবন্দী'ই থাকতে হবে, 'আপনি যখন জানবেন কিছু করার ক্ষেত্রে আপনার একটা বাধা আছে, তখন অন্য কেউ সেটা নিয়ে না ভাবলেও আপনার মাথায় এটা ঘুরতেই থাকবে যে আমি তো চাইলেই এটা করতে পারব না।'

এসব ভাবনা মনে হতাশার কালো ছায়া ফেলে বলে খেলার চিন্তা সাকিব আপাতত তুলেই রাখতে চান। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন রাজ্যের ম্যাডিসন শহরে অবসরের পুরো সময়টা দিচ্ছেন দুই কন্যা আর স্ত্রীকে। বড় কন্যা আলাইনা তো আছেই, নতুন এসেছে জান্নাত। সময়টা যে সাকিব পরিবারের বেশ উপভোগ্যই যাচ্ছে, সেটি না বললেও চলে। এর মধ্যে খেলতে না পারার হতাশা ঢুকিয়ে শুধু শুধু পারিবারিক আনন্দ নষ্ট করা কেন!

করোনা—পরবর্তী ক্রিকেটের প্রসঙ্গ উসকে দিলে অবশ্য আলোচনা আবার খেলায় ফিরে। অনেকের মতো সাকিব এই ধারণার সঙ্গে একমত নন যে, করোনাভাইরাস ভবিষ্যৎ খেলার জগৎটাকে ওলট-পালট করে দেবে, 'আমার মনে হয় যারা বা যাদের কাছের কেউ এতে আক্রান্ত হবে না, তাদের মধ্যে তেমন পরিবর্তন না---ও আসতে পারে। একটা সময় মানুষ হয়তো ভুলে যাবে।'

বল উজ্জ্বল করতে থুতু দেওয়ার মতো ব্যাপারগুলোতে বদল আসার কথা অবশ্য সাকিবও বলছেন। আইসিসির ক্রিকেট কমিটি এরই মধ্যে মত দিয়েছে, বল উজ্জ্বল করতে ঘামের ব্যবহার হতে পারে, তবে লালা আর নয়। সাকিবের ধারণা, করোনার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে খেলাধুলায় অনেক চিন্তারই খোরাক জোগাবে, 'এখন তো শুনি ৩ ফুট বা ৬ ফুটও নয়, ১২ ফুট পর্যন্তও নাকি এটা ছড়াতে পারে! তার মানে পিচের এই পাশ থেকে ওই পাশের কাছাকাছি। তাহলে দুই ব্যাটসম্যান কি ওভার শেষে এসে এক জায়গায় দাঁড়াবে না! পরামর্শ করতে যাবে না! দুই পাশেই থেকে যাবে! মাঠে দর্শক থাকবে না! উইকেটকিপার দূরে গিয়ে দাঁড়াবে! ক্লোজ ফিল্ডিংয়ের কী হবে? এসব নিয়ে ভাবার আছে।'

আইসিসি করোনার পরের ক্রিকেট নিয়ে এখনো কোনো নির্দেশনা দেয়নি। তবে সাকিবের বিশ্বাস, তারাও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়টিই আগে দেখবে, 'আমার ধারণা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে তারাও (আইসিসি) কোনো সুযোগ নেবে না। যত যা—ই হোক জীবনটা তো আগে, তারপর খেলা! নিরাপত্তার কথা নিশ্চয়ই তারাও আগে ভাববে।' সেই ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই কি শেষ হবে সাকিবের আরেকটি সময় গোনা?

তাঁর একাদশে নেই কোহলি, রোহিত আছেন ভাগ্য জোরে

টেস্ট, ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টিসংস্করণ যা-ই হোক, বর্তমান সময়ের ক্রিকেটারদের নিয়ে একাদশ গড়তে গেলে তাতে সম্ভবত বিরাট কোহলির নামটা বেশিরভাগ ক্রিকেটপ্রেমীই রাখবেন। তবে ব্র্যাড হগ এই শ্রেণিতে পড়েন না। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতি স্পিনার তাঁর চোখে সময়ের সেরা টেস্ট একাদশ বানিয়েছেন। তাতে চারজন ভারতীয়কে রাখলেও কোহলিকে রাখেননি!

রোহিত শর্মা আছেন তাঁর একাদশে, এমনকি মায়াঙ্ক আগরওয়াল-অজিঙ্কা রাহানেও আছেন হগের একাদশে। পাকিস্তানের বাবর আজমও হগের একাদশে জায়গা পাচ্ছেন পাঁচ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। তবে কোহলিকে না রাখার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হগ। কারণটা ভারত অধিনায়কের সাম্প্রতিক ফর্ম।

বাংলাদেশের সঙ্গে কলকাতা টেস্টে ১৩৬, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পুনেতে অপরাজিত ২৫৪, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টনে ৭৬ আর অ্যান্টিগায় ৫১ — টেস্টে সর্বশেষ ১৫ ইনিংসে কোহলির রান বলতে এ-ই। এর বাইরে সর্বোচ্চ ৩১। ২০ পেরিয়েছেন আর একবার। গত ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডে তো দুঃস্বপ্নের মতো সিরিজ কেটেছে কোহলির। দুই টেস্টে তাঁর রান — ৩, ১৪, ২, ১৯।

সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌপরিবহণ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় অভিনন্দন সভা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মে।। সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌপরিবহণ চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অভিনন্দন জানিয়েছে। শনিবার আগরতলায় বিজেপির প্রদেশ সদর কার্যালয়ের সামনে এ উপলক্ষে এক অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আয়োজিত অভিনন্দন সভায় বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রত্যেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরায় জাহাজের আগমন এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তাতে ত্রিপুরাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।

তাঁর কথায়, নদীপথ ব্যবহার করে ত্রিপুরায় আসবে জাহাজ। ত্রিপুরাবাসীর এই স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় সফল হতে চলেছে। অবশ্য, এক্ষেত্রে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রয়াসের প্রশংসাও করেছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি।

তিনি বলেন, এই নৌ-পরিবহণ চুক্তি সত্যিই ঐতিহাসিক।

এই চুক্তির ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। তাঁর দাবি, স্বপ্ন দেখলে তা যে বাস্তবায়িত হয় নৌ-পরিবহণ চুক্তির সফল বাস্তবায়ন তা-ই প্রমাণিত করেছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা উজ্জ্বল বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ দেখবে। এদিন তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, জাহাজ আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা ও গোমতি নদী পার হয়ে শ্রীমন্তপুর এসে পৌঁছাবে। প্রথম ছোট জাহাজ এবং পড়ে নব্যতা বাড়িয়ে বড় জাহাজ আসবে বলে তিনি দাবি করেছেন।

ডা. মানিক সাহার কথায়, বাংলাদেশ নদী পথ ব্যবহার করে ত্রিপুরায় পণ্য সামগ্রী আসলে পরিবহণ খরচ অনেক কমবে। তাতে ত্রিপুরা বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যিক করিডোরে পরিণত হবে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২৬০ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৯৫,৯২১

ওয়াশিংটন, ২৩ মে (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,২৬০ জন। নতুন করে ১,২৬০ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

শনিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,২৬০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ৯৫ হাজার ৯২১-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১.৬ মিলিয়নের বেশি।

করোনায় জেরবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬ লক্ষ

নিউইয়র্ক, ২৩ মে (হি. স): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৬ লক্ষ ছড়ালো আক্রান্তের সংখ্যা।সেখানে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬,০০,৪৮১। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেম সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫৯২১। করোনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্য। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫৮১৫৪। মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৮৮৫৩। যে সকল রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে সেগুলি হল নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, টেক্সাস, ইলিনিয়াস। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের আর্থিক ক্ষতি দূর করার জন্য পঞ্চাশটি রাজ্যেই জনজীবন স্বাভাবিক করার পক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে এমনটা করতে গেলে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়বে।

২৬ মে পর্যন্ত ট্রেন না পাঠানো আর্জি রাজ্য সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.) : কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রককে ফের চিঠি লিখল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২৬ মে পর্যন্ত ট্রেন না পাঠানোর আর্জি চিঠিতে জানানো হয়েছে। মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা নিজের টুইট বার্তায় এই কথা জানিয়েছেন। রেল বোর্ডকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে রাজীব সিনহা জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় আমফানে জেনে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে বর্তমানে ব্যস্ত প্রশাসন। সেই কারণে স্পেশাল ট্রেনগুলিকে রিসিভ করার কাজ প্রশাসন করতে পারবে না। ফলে ২৬ মে পর্যন্ত কোনও রকমের ট্রেন না পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলগুলির মধ্যে সিপিআই (এম), বিজেপি এবং কংগ্রেস রাজ্য প্রশাসনের অসংবেদনশীল মনোভাবের জন্য সরব হয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা নিয়ে প্রশাসন কোনও রকমের সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

চুরি যাওয়া গবাদি পশু উদ্ধার কর বিজিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকা থেকে চুরি যাওয়া দুটি গবাদিপশু উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। সম্প্রতি কদমতলা থানা এলাকা থেকে চুরি হয়েছিল। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশের চোরেরা প্রবেশ করে এই চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছিল। গভীর রাতে গরু চুরির ঘটনার পরপরই সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন টের পেয়ে থাকেন। চোরেরা ধাওয়া খেয়ে দুটি গরু ফেলে তারপর দুটি গরু নিয়ে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ওপারে চলে গিয়েছিল। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের জানানো হলেও তারা কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের অভিযোগ। কদমতলা থানার গরু চুরির ঘটনায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এরই মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা দুটি গরু আটক করতে সক্ষম হয়েছে বলে খবর মিলেছে। যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনে গরু গুলো ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য লকডাউন চলাকালেও ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ চোর-ডাকাতের হানাদারি অব্যাহত রয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ জানিয়েছে চুরির ঘটনায় ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় জনগণ রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.): দেশজুড়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তথ্যচিত্র প্রকাশ করলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। শনিবার প্রকাশিত এই তথ্যচিত্রে হরিয়ানার পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা দেখানো হয়েছে। এই সকল শ্রমিকেরা ঝাঁসির (উত্তর প্রদেশ) উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছিল। এই সকল শ্রমিকেরা যখন দিল্লির ওপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাহুল গান্ধী তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতে চান। রাহুল গান্ধী এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও অর্থ রয়েছে কিনা বাড়ি ফেরার জন্য। উত্তরে এই সকল শ্রমিকেরা জানিয়েছে যে তারা ঝাঁসির নিবাসী এবং হরিয়ানার একটি কারখানায় কর্মরত ছিল। যতদিন পেরেছিল তারা সেখানে ছিল এবং পরবর্তী সময় শিশুদের কথা ভেবে তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। প্রশাসনের তরফ থেকে একটি টাকাও তারা সাহায্য পায়নি।করোনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয় বরাবরই সরব হয়েছে কংগ্রেস।

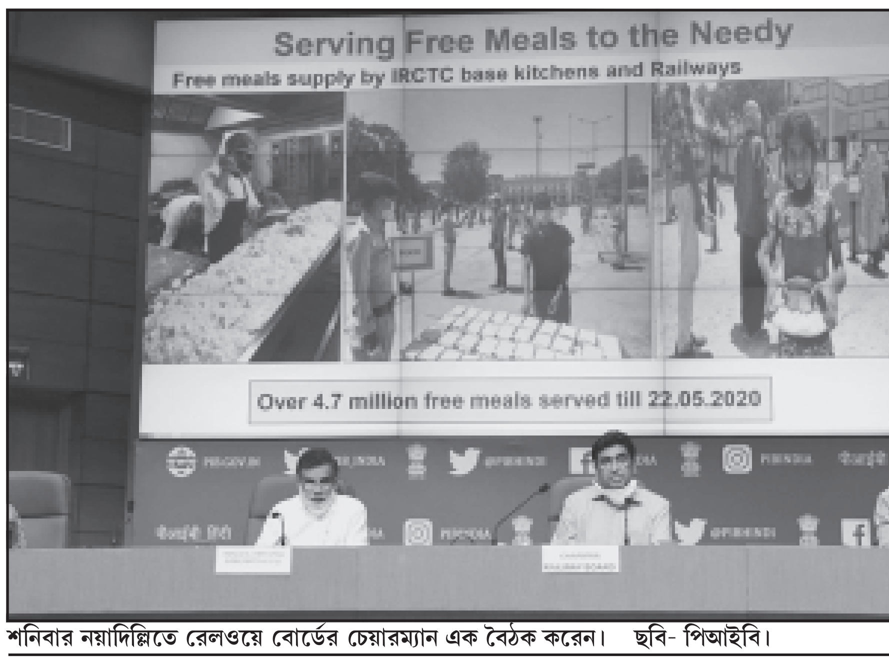

শনিবার নয়াদিল্লিতে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এক বৈঠক করেন। ছবি- পিআইবি।

স্বস্তি ! নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়নি নিউজিল্যান্ডে

ওয়েলিংটন, ২৩ মে (হি. স.): নিউজিল্যান্ডে নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়নি। শনিবার এই কথা জানিয়েছে সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। ফলে করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ আছে মিলিয়ে রোগীর সংখ্যা ১৫০৪। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্ত ১১৫৪ ।এই দ্বীপ রাষ্ট্রে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৪৫৫। ফলে উপসর্গ রয়েছে এমন রোগী এবং করোনা আক্রান্তদের মিলিয়ে ৯৭ শতাংশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আইসিউতে কোন রোগী নেই। মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে ২১। গোটা দেশজুড়ে এখনো পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ২৫৫৮৫০। আগের তুলনায় ৫৬০৪ বেশি জনকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে লেভেল টু পর্যায় করোনা রয়েছে। আক্রান্ত হওয়া রোগীদের চিহ্নিত করার কাজ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে চলছে। বুধবার এই মোবাইল অ্যাপ এর সূচনা করা হয় ।স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য জনগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

১.১৫ লাখের বেশি করোনা পরীক্ষায় দেশজুড়ে, জানাল আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১,১৫,৩৬৪। শনিবার এই তথ্যই জানিয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। আইসিএমআরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত ২৮,৩৪,৭৯৮ স্যাম্পল পরীক্ষা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা প্রতিরোধে বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে কেন্দ্রকে চাপ দিয়েছে কংগ্রেস। অন্যদিকে গোটা দেশজুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৬৬৫৪। মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। দেশজুড়ে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ১,২৫, ১০১ ।মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭২০। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯,৫৯৭। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫১, ৭৮৪।

দিল্লিতে আরো ১৪ টি এলাকাকে কন্টেইনমেন্ট জোনের তালিকাভুক্ত করা হল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.): নতুন করে দিল্লিতে আরো ১৪ টি এলাকাকে কন্টেইনমেন্ট জোনের তালিকা যুক্ত করা হল।ফলে সব মিলিয়ে কন্টেইনমেন্ট জোন হল ৯২। দেশজুড়ে চতুর্থ দফার লকডাউন চললেও রাজধানীতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আম আদমি পার্টি শাসিত আধা রাজ্য দিল্লিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৬৫৯। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৫৬৭। মৃত্যু হয়েছে ১৯৪ জনের। উল্লেখ করা যেতে পারে চতুর্থ দফার লকডাউন চালু হবার পর থেকে একাধিক ক্ষেত্রে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রাজধানীতে শিথিল করার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কোনভাবেই সংক্রমণ ছড়ানোর উপর রেশ টানা যাচ্ছে না।

সিউড়িতে একযোগে শুরু হলো জীবাণুনাশক স্প্রের কাজ

সিউড়ি,২৩ মে (হি. স.) : বীরভূম জেলার সদর সিউড়িতে একযোগে শুরু হলো জীবাণুনাশক স্প্রে এর কাজ একদিকে দমকল বাহিনী অন্যদিকে পৌরসভার কর্মীরা একসঙ্গে শনিবার সকাল থেকেই শুরু করেছে জেলার সদর শহর জুড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে মেশিন দিয়ে স্যানিটেশনের কা শনিবার সকাল থেকেই সিউড়ির সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে দমকল বিভাগ বড় মেশিন নিয়ে এসে পুরো হাসপাতাল চত্বর স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ওয়ার্ড, রোগীদের নিয়ে যাওয়ার প্যাসেজ, রোগীর আত্মীয় দের থাকার জায়গা, আইসোলেশন ওয়ার্ড, সম্পূর্ণরূপে স্যানিটেশনের জন্য স্প্রে শুরু করল অন্যদিকে সিউড়ি পুরসভার পাঁচটি মেশিন নিয়ে সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯৭

করাচি, ২৩ মে (হি. স.): পাকিস্তানে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯৭। শনিবার পাকিস্তানের সিন্ধ রাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের মুখপাত্র মিরান ইউসুফ এই কথা জানিয়েছে। করাচির জিনহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে শুক্রবার দুপুরে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়ে।প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ল্যান্ডিং করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যাত্রী কেবিন ক্রু ও পাইলট মিলিয়ে বিমানে ৯৯ জন ছিল। তার মধ্যে এখন দুইজন জীবিত। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। উদ্ধার কাজ এখনও চলছে। ১৯ টি মৃতদেহকে সনাক্ত করা গিয়েছে উল্লেখ করা যেতে পারে এ ৩২০ এয়ারবাস ৯১ জন যাত্রী এবং ৮ জন কেবিন ক্রু নিয়ে লাহোর থেকে করাচির দিকে আসছিল। সেই সময় বিমানবন্দরে অবতরণ প্রক্রিয়া চালানোর সময় জনবহুল এলাকায় বিমান ভেঙে পড়ে।মৃতদেহগুলিকে জিনহা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টার এবং করাচির সিভিল হাসপাতালে রাখা হয়েছে।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে কি কারণে বিমান দুর্ঘটনা ঘটল, তা জানতে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরে খুলবে হুনর হাট, জানালেন নাকভি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে (হি. স.): ফের খুলতে চলেছে হুনর হাট ।চলতি বছরের ২৫ শে সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে খুলবে হস্ত ও রন্ধন শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্ভারের বিপণী কেন্দ্র হুনর হাট ।দেশজুড়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পী এই হাটে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, এবছরে হুনর হাটের থিম হতে চলেছে লোকাল টু গ্লোবাল। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পী অংশগ্রহণ করবে। বিগত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে পাঁচ লাখেরও বেশি হস্তশিল্পী, রন্ধনশিল্পীদের কর্মসংস্থান হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এই হাট খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটের সামনে এই হুনর হাটের আয়োজন করা হয়েছিল ।উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বহু মন্ত্রী এই হাটে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঈদের নামাজ বাড়িতে পড়ার আবেদন জানাল মুরারই ব্লক প্রশাসন

মুরারই, ২৩ মে (হি. স.) : ঈদের নামাজ বাড়িতে পড়ার আবেদন জানাল বীরভূমের মুরারই ব্লক প্রশাসন। সামনেই মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উৎসব খুশির ঈদ। কিন্তু দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই বীরভূম জুড়ে ও করোনা সংক্রমণের থাবা দিন দিন বাড়ছে। এই অবস্থায় পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে সচেতনতা শিবির। মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নিয়ে সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে।

শনিবার বীরভূমের সীমান্তবর্তী ব্লক মুরারই ১/২ ব্লকের ইমাম দের নিয়ে শুরু হয় সচেতনতা শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুরারই এর বিধায়ক আব্দুর রহমান, মুরারই ও পাইকর থানার ওসি এবং দুটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। এদের উপস্থিতিতে সচেতনতা শিবির আয়োজিত হল। উপস্থিত ছিলেন দুটি ব্লকের বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়, এবার ঈদের নামাজ পরুন ঘরে বসে। কোথাও জমায়েত করে নামাজ পারবেন না। সচেতনতা শিবিরের এই বার্তাকে স্বাগত জানান মুরারই বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা। তারা জানান, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে সকলের জন্য এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। এতে সবার মঙ্গল হবে।' কোনও পরিস্থিতিতে জমায়েত না করে বাড়িতে ঈদের নামাজ পড়ুন প্রশাসনের উদ্যোগে স্বাগত জানিয়েছে সব পক্ষ।

আমফানের কবল থেকে রক্ষা পেল শান্তিনিকেতন ডিয়ার পার্কের হরিণের দল

শান্তিনিকেতন, ২৩ মে (হি. স.) : আমফানের কবল থেকে রক্ষা পেল শান্তিনিকেতনের ডিয়ার পার্কের হরিণের দল। শান্তিনিকেতন ডিয়ার পার্কে আমফানের রেস আছড়ে পড়েছিল। সারা বীরভূম জুড়ে যে ভাবে আমফান আছড়ে পড়েছিল তাতে বাদ যায়নি শান্তিনিকেতন।

আমফানের প্রভাবে প্রবল ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে একনাগার বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর থেকেই সারারাত জুড়ে চলে আমফানের দাপট। এদিকে প্রায় ৪০০ একর জায়গা জুড়ে তৈরি শান্তিনিকেতন ডিয়ার পার্কে অসংখ্য ছোট বড় গাছ রয়েছে। যার মধ্যে অনেক গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে হরিণের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সবচেয়ে আশঙ্কা ছিল ওই ডিয়ার পার্কে ৪০১ টি হরিণকে নিয়ে। সেখানে হরিণগুলি অবাধে বিচরণ করে।

দফতর সূত্রে জানা গেছে আমফানের প্রভাবে শান্তিনিকেতন ডিয়ার পার্কে গাছ ভেঙে পড়লেও কোনো হতাহতের খবর নেই। তবে ভেঙে যাওয়া গাছগুলিকে দ্রুত সরিয়ে ফেলে হরিণদের অবাধ বিচরণের সুস্থ রাখতে তৎপর বনদপ্তর। ইতিমধ্যেই একাধিক লোক লাগিয়ে তাদেরকে দিয়ে গাছ পরিষ্কার করার কাজ চলছে। তবে হরিণদের যাতে কোনভাবে সংক্রমণ না হয় তাই জন্য বনকর্মীদের কে আইসোলেশন রাখা হয়েছে। তাদেরকে স্যানিটাইজ করে গ্লাভস মাস্ক পড়েই হরিণের অভয়ারণ্য ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে।

বন দফতরের বোলপুরের রেঞ্জার কেশব চক্রবর্তী বলেন, 'আমফান এর প্রভাবে ডিয়ার পার্ক এর বেশ কিছু গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের কোনো খবর নেই। তবে আমরা প্রবল ঝড়ের সময় প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় ছিলাম। হরিণদের কে শেডের তলে আনার চেষ্টা করা হলেও তারা সবাই যে আসবে তা তো নয়।'

হলদিয়া থেকে পায়ে হেঁটে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় ফিরছেন ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক

সাঁইথিয়া, ২৩ মে (হি. স.) : হলদিয়া থেকে পায়ে হেঁটে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় ফিরছেন ১১ জন পরিযায়ী শ্রমি। সুদূর মেদিনীপুরের হলদিয়া। সেখান থেকে তিনটি জেলা পেরিয়ে পায়ে হেঁটে ঝাড়খণ্ডের পাকুরে ফিরছেন ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক। তারা প্রথমে রেললাইন ধরে হাটতে শুরু করে। কিন্তু গত দুদিন ধরে রেল লাইনের উপরে রেল পুলিশ পাহারা থাকায় তাদের আর লাইন ধরে হাঁটতে দেয় নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। পাঁচ দিন ধরে পায়ে হেটে বীরভূমের সাঁইথিয়ায় পৌঁছয় সেখানেই তাদের দেখা মিলল।

অনেকেরই পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে গেছে। ইতিমধ্যেই চটি হাতে নিয়ে মাথায় ব্যাগ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এখনও হাঁটছেন তারা। কারন যেতে হবে বহু দূর। যেতে হবে এখনও ২০০ কিলোমিটার কারণ তাদের গন্তব্য ঝাড়খণ্ডের পাকুর। ঝাড়খন্ড থেকে কাজ করতে গিয়েছিল ওরা। গত চার মাস আগে সেখানেই তারা ইট তৈরির কাজ করে। লকডাউনে ফলে ইট ভাঁটা বন্ধ। এর ফলে ইটভাটার মালিক আর তাদের টাকা পয়সা দেয় না। এদিকে হাতে কাজ নেই টাকা-পয়সা নেই। ফলে বাধ্য হয়েই তারা কোন যোগাযোগ না পেয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দেয়। পাঁচ দিন ধরে হাঁটার পর তারা পৌঁছেছে বীরভূমের সাঁইথিয়াএলাকায় ।এখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রাণ বিলি করতে যাওয়ায় গড়িয়ায় দিলীপ ঘোষের পথ আটকাল পুলিশ

কলকাতা, ২৩ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে বিধ্বস্ত বাংলা ।আমফানের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা। আর তাই শনিবার বারুইপুরে ত্রাণ বিলি করতে যাচ্ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কিন্তু গড়িয়ায় ঢালাই ব্রিজের সামনে দিলীপ ঘোষের গাড়ি আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

জানা যাচ্ছে বারুইপুরের বিজেপি পার্টি অফিস হয়ে ক্যানিং ও বাসন্তীর আমফান বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের ত্রাণ তুলে দেওয়া ছয়ের পাতায় দেখুন

সিউড়িতে স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

সিউড়ি , ২২ মে (হি. স.) : স্কুলের মধ্যে দুঃসাহসিক চুরি বীরভূমের সিউড়ি অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশু মন্দির স্কুলে। অরবিন্দ পল্লীতে একটি বেসরকারি স্কুলে এদিন রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। গভীর রাতে কেউ বা কারা চুরির উদ্দেশ্যে স্কুলের প্রধান দরজা ভেঙে স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করে। চুরির উদ্দেশ্যে ভাঙচুর চালানো হয় বেশ কয়েকটি আলমারিতে, চুরি করার উদ্দেশ্যে একত্রিত করা হয় ডেক্সটপ ও স্কুলের বিভিন্ন সামগ্রী। যদিও হঠাৎ করে সেই সময় স্কুলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মী জানতে পারে ব্যাপারটা। সে চিৎকার-চেঁচামেচি করতেই সেখান থেকে তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারেনি চোরের দল।

পুরো ব্যাপারটি জানানো হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ আসে এবং জানান তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারেনি, যদিও কতটা কি নিয়ে গেছে এখনই বলতে পারছেন না তারা। খবর দেওয়া হয়েছিল সিউড়ি থানায়। সিউড়ি থানার পুলিশ আসে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।